Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 58
April-June, 2019

ইসলামী ফাইন্যান্সে মাকাসিদ আশ শারীআহ-এর প্রয়োগ: একটি পর্যালোচনা

Applications of Maqāsid al-Sharī‘ah in Islamic Finance An Analysis

Md. Habibur Rahman*

ABSTRACT

Considering the indispensability of wealth in human life, Islam instead of negating puts special emphasis on wealth. Even preservation of wealth is regarded as one of the maqāsid al Sharī‘ah (objectives of Sharī‘ah) in Islam. To guide human being in this regard, Islam has prescribed as well as proscribed necessary injunctions. This paper aims to shed light on three crucial sectors pertaining to Islamic Finance namely Islamic Banking, Islamic Capital Market and Takaful (Insurance) in the light of maqāsid al Sharī‘ah. The author painstakingly endeavors to prove that Islamic jurists, in delineating maqāsid al Sharī‘ah regarding property, has intensely explicated the issues of acquisition, investment, mobilization and expenditure of property with special emphasis on justice, transparency, proscription against illegal grabbing etc. He advances the argument that proper compliance with the principles of Islamic Finance inevitably ensures the realization of both specific and general maqāsid al Sharī‘ah. Moreover, the paper splendidly spells out that edicts of Islamic Finance encompass the dynamism to warrant mobility in investment and mobilization of Sharī‘ah permitted property, ensure justice and fair distribution of property, sweep away illegal grabbing, preserve property and improve the faith and character of concerned persons.

Keywords: Islamic finance; maqāsid al-Sharī‘ah; preservation of wealth; mobilization; investment.

* Dr. Md. Habibur Rahman is a Senior Lecturer (Assistant Professor) of Shari’ah and Islamic Finance at the Faculty of Economics and Management Sciences in Sultan Zainal Abidin University (UniSZA), Terengganu, Malaysia. email: hrnizamee@yahoo.com

সারসংক্ষেপ

মানব জীবনে ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণে ইসলাম ধনসম্পদের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং এর সাথে ঈমান ও আখলাকের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে। ইসলামী বিধি-বিধানের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের (মাকাসিদুশ শারীআহ) মধ্যে 'ধন-সম্পদ সংরক্ষণ' অন্যতম উদ্দেশ্য। কতিপয় বিধিনিষেধ জারির মাধ্যমে উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামী ফাইন্যান্সে মাকাসিদের প্রায়োগিক পর্যালোচনা নিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের প্রয়াস। অত্র প্রবন্ধে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে ইসলামী ফাইন্যান্সের উল্লেখযোগ্য তিনটি ক্ষেত্র তথা ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট এবং তাকাফুল সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় কার্যক্রম মাকাসিদুশ শরীআহর আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম স্কলারগণ সাধারণত আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শারীআহর মাকাসিদ হিসেবে সম্পদের উপার্জন ও বিনিয়োগ, আবর্তন, সুবিচার, স্বচ্ছতা, অন্যায় আগ্রাসন থেকে সুরক্ষা ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। ইসলামী ফাইন্যান্সের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিশেষ মাকাসিদ (المقاصد الخاصة) অর্জনের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে আর্থিক লেনদেনের মৌলিক মাকাসিদ (المقاصد العامة)ও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। ইসলামী ফাইন্যান্স শারীআহ অনুমোদিত সম্পদের বিনিয়োগ ও আবর্তনে গতিশীলতা আনে, সুবিচার ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে, অন্যায় আগ্রাসন দূর করে, সম্পদ সুরক্ষা করে এবং সর্বশেষে ব্যক্তির ঈমান ও আখলাকের উন্নয়ন সাধন করে।

মূলশব্দ: ইসলামী ফাইন্যান্স; মাকাসিদুশ শারীআহ; সম্পদ সংরক্ষণ; আবর্তন; বিনিয়োগ।

ভূমিকা

ইসলামী শারীআয় হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অত্যধিক। হালাল উপার্জন, হালাল খাবার গ্রহণ, হালাল পানীয় পান ইত্যাদি 'ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী হতে আহার কর, যা আমি তোমাদেরকে রিয্ক হিসেবে দান করেছি (Al-Qurān, 2: 172)।

এ আয়াত পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ স. দৃষ্টান্ত হিসেবে এক ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করে বলেন:

يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

> জনৈক ব্যক্তি সফররত অবস্থায় ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে ধুলোয় ধুসরিত পরিচ্ছদে আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করে আল্লাহর নিকট দু'আ করে, হে রব্ব! হে রব্ব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারাই পরিপুষ্ঠ হয়েছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তার ঐ দুআ কিভাবে কবুল হবে?! (Muslim, n.d., 3/85, 2393)।

অর্থাৎ এমতাবস্থায় তার দু'আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত নয়। অত্র দৃষ্টান্তে দু'আ কবুল হওয়ার উপলক্ষ তথা সফরে থাকা, বিনম্র ও নত অবস্থায় দু'আ করা ইত্যাদি অবলম্বন করা সত্ত্বেও হারাম খাবার, হারাম পানীয় এবং হারাম পরিচ্ছদ ইত্যাদি দু'আ কবুল হওয়ার প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন, বিনিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে লাভবান হওয়া কিংবা সম্পদ আহরণ করার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত বিধি-বিধান ও নীতিমালার প্রতিপালন আবশ্যক। সাধারণত বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বিনিয়োগ প্রদান এবং যাবতীয় আর্থিক কারবারের ক্ষেত্রে ইসলামী শারীআতে যে বিষয়গুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হচ্ছে: সুদের আদান-প্রদান (Usury /الربا), অনিশ্চিত ও প্রতারণামূলক উপাদান (ambiguity/الغرر), জুয়ার উপস্থিতি (gambling/الميسر), অসৎ পন্থা অবলম্বন (manipulation/التلاعب), মজুতদারী (hoarding/ الاحتكار), কৃত্রিম উপায়ে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি (artificial price hiking/ النجش), পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন (concealment of a defect/ التدليس) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (ISRA, 2015, 91)।

এ প্রসঙ্গে কুরআন কারীম বর্ণিত দু'টি মানদণ্ড উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

> এবং তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না; এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অবৈধ পন্থায় আত্মসাত করার জন্য তা (ঘুষ কিংবা উপঢৌকনরূপেও) শাসকদের হাতে তুলে দিও না (Al-Qurān, 2:188)।

কুরআন কারীমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে তোমরা যা উপার্জন করো তা ব্যতিরেকে [অর্থাৎ: তা তোমাদের জন্য বৈধ] (Al-Qurān, 4:29)।

উল্লেখ্য যে, হালাল খাবারের প্রতি মুসলিম জনগণ যে পরিমাণ সচেতন, হালাল উপার্জনের ব্যাপারে সে পরিমাণ কিংবা তার চেয়ে বেশি উদাসীন (Dusuki, 2017, 1)। এর ফলে দেখা যায়, কোন দেশে বিশাল অংকের হালাল খাবারের শিল্প গড়ে উঠলেও হালাল কিংবা শারী'আহ ব্যাংকিং সে পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করেনি। হালাল খাবারের ন্যায় হালাল উপার্জনের প্রতিও সকলের সচেতন হওয়া আবশ্যক। মুসলিম জাতির চিন্তা-চেতনা, ধর্ম-বিশ্বাস, পরিবার-পরিজন, বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদির সুরক্ষা ও সংরক্ষণ হালাল উপার্জনের উপর নির্ভরশীল। হালাল পথ বিচ্যুত আয় উপার্জনের কারণে উপরোক্ত বিষয়গুলোর ধ্বংস অনিবার্য। মূলত হালাল উপার্জনের পথ সুগম করার লক্ষ্যেই বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জন্ম লাভ করতে থাকে এবং বর্তমানে এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রায় US$ 2.2 ট্রিলিয়ন মূল্যমান সম্পদের ইণ্ডাস্ট্রীতে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে (S&P Global Ratings 2018, 4)। থমসন রয়টার্স এর গবেষণায় উঠে এসেছে, ২০২০ সাল নাগাদ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ প্রায় US$ 3.2 ট্রিলিয়নে উপনীত হবে, যেখানে শুধুমাত্র ইসলামী ব্যাংকিং এর সম্পদ হবে প্রায় US$ 2.6 ট্রিলিয়ন (arabianbusiness.com)। সুদীর্ঘ প্রায় ৬০-৭০ বছরের এ পথ পরিক্রমায় ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শারীআহ প্রতিপালন করতে গিয়ে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে আসছে এবং পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শারীআহর গণ্ডির মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে চলছে।

এখান থেকেই মূলত ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকিং এর সাথে মাকাসিদ সংশ্লিষ্টতার আলোচনার সূত্রপাত হয়। মাকাসিদের সারকথা হলো- জনকল্যাণ নিশ্চিত করা, তা কল্যাণ অর্জনের মাধ্যমে হতে পারে কিংবা অকল্যাণ অপসারণের মাধ্যমেও হতে পারে। সাধারণত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধন-সম্পদ সংশ্লিষ্ট মাকাসিদ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক লাভবান হওয়ার পাশাপাশি মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন হয়, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা হয় এবং সর্বোপরি সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতিশিলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদির পথ সুগম হয়। মূলত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শারীআহর আর্থ-সামাজিক মাকাসিদ বাস্তবায়নে অনেকাংশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনায় এনে ইসলামী অর্থব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মাকাসিদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পর্যালোচনা নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে। অত্র প্রবন্ধে ইসলামী ফাইন্যান্সের সাথে মাকাসিদের তাত্ত্বিক কি সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনুসৃত বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি ও নীতিমালার মাধ্যমে কিভাবে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে সেসম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরন্তু, সূচনা পর্বে ইসলামী

ফাইন্যান্স এর পরিচয় এবং মাকাসিদ শারীআহর উপর সামগ্রিক একটি আলোচনা সংযোজন করা হয়েছে।

ইসলামী ফাইন্যান্স

সাধারণত ইসলামী ফাইন্যান্স বলতে ঐসব আর্থিক লেনদেন, অপারেশন, চুক্তি, সেবাকে বুঝানো হয়, যেখানে ইসলামী শারীআহর বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি, দর্শন, কর্মপদ্ধতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির পরিপূর্ণ প্রতিপালন করা হয়ে থাকে। এখানে শারীআহর বিধানের আলোকেই প্রতিটি আর্থিক চুক্তি ও লেনদেন সম্পন্ন করা হয় এবং শারীআহর গণ্ডীর ভেতরে থেকে সব ধরনের সেবা প্রদান করা হয়। একইভাবে সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক সুবিচার, সমতা, ন্যায়নিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখার পাশাপাশি ইসলামে মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ সকল উপাদানের অপসারণ ও অনুপস্থিতিও নিশ্চিত করা হয় (SCM 2009, 11)। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামে মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ উপাদানগুলো হচ্ছে সুদ, জুয়া, অনিশ্চয়তা, ধোকাবাজী, অসদুপায় অবলম্বন, মজুতদারী, কৃত্রিমভাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন, নিষিদ্ধ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। সুতরাং ইসলামী ফাইন্যান্স ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়গুলোর অনুপস্থিতি একান্তভাবে আবশ্যক।

অধুনা ইসলামী ফাইন্যান্স বলতে সাধারণত ইসলামী ব্যাংকিং, সুকূক, ইসলামিক ফান্ড এবং তাকাফুল তথা ইসলামী বীমার সমন্বিত কার্যক্রমকে বুঝানো হয়। মালয়েশিয়া ভিত্তিক ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB) প্রকাশিত রিপোর্টে এসেছে, ২০১৭ ইং সালের শেষ নাগাদ ইসলামিক ব্যাংকিং এর সম্পদ হচ্ছে ৭৬%, সুকূক ২০%, ইসলামিক ফান্ড ৩% এবং তাকাফুল তথা ইসলামী বীমার সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে ইসলামিক ফাইন্যান্সের সর্বমোট এসেটের ১% (IFSB, 2018, 9)।

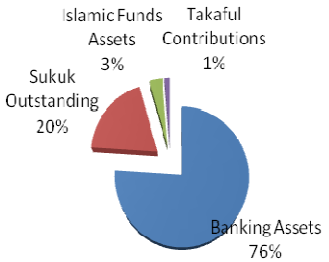

চিত্র: সেক্টর ভিত্তিক ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল এসেটের শতকরা পরিমাণ (IFSB)

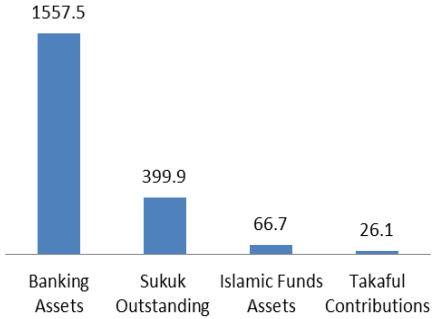

চিত্র: সেক্টর ভিত্তিক ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল এসেটের পরিমাণ (USD, billion, 2017) (Source: IFSB)

ইসলামিক ফাইন্যান্সে ইসলামী শারীআহর প্রতিপালন একটি আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপে শারীআহ রিভিউ, শারীআহ নিরীক্ষণ, শারীআহ অডিট ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শারীআহ প্রতিপালন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। উপরন্তু, শারীআহর প্রতিপালন পরিপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিভাগ ও বোর্ড পর্যায়ে শারীআহ স্কলারদের উপস্থিতিও আবশ্যক করা হয়েছে। মূলত শারীআহ প্রতিপালনের মাধ্যমে ইসলামিক ফাইন্যান্স এর অবকাঠামো এমন শক্ত ভিতের উপর স্থাপিত হয়েছে, যা সময়ে সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলায় শক্তি ও স্থিতিশীলতার যোগান দিয়ে আসছে। তাই দেখা যায়, বিগত ২০০৭-২০০৯ ইং সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের সময় কনভেনশনাল ব্যাংকিং এর তুলনায় ইসলামিক ব্যাংকিং অনেকাংশে স্থিতিশীল ছিলো (ISRA 2011, 3)। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর পক্ষ থেকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, শারীআহর বিভিন্ন বিধান, যেমন: সম্পদ ভিত্তিক বিনিয়োগ, সুদের নিষেধাজ্ঞা, পার্টনারশীপ বিনিয়োগের প্রতি উৎসাহ এবং ঋণ ভিত্তিক বিনিয়োগের প্রতি নিরুৎসাহ প্রদান ইত্যাদি কারণে ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ অনেক দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থিতিশীল। ইসলামী শারীআহর স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল বিধানের সমন্বয় ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে গতিশীল এবং স্থিতিশীল অর্থব্যবস্থায় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে।

মাকাসিদুশ শারীআহ

মাকাসিদ শব্দটি 'মাকসাদ' শব্দের বহুবচন। মাকাসিদ অর্থ হচ্ছে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ। ইসলামী শারীআহর বিধান প্রণয়নের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক ও মৌলিকভাবে যেসব অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তাই মাকাসিদুশ শারীআহ (Sānū 2000, 431)।

মাকাসিদ এর সংজ্ঞায় ইবনু 'আশুর (মৃ. ১৯০৭ খ্রি.) বলেন:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لاتختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

বিধি-বিধান প্রণয়নের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলি হচ্ছে, যে সকল অন্তর্নিহিত মর্ম ও তাৎপর্য যা ইসলামী শারীআহর সুনির্দিষ্ট কোন এক ধরনের বিধানের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না; বরং সকল কিংবা অধিকাংশ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়ে আসছে (Ibn 'Āshūr, 1978, 51)।

আল-রাইসুনী (জ. ১৯৫৩ খ্রি.) মাকাসিদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

মানবকল্যাণ নিশ্চিতকল্পে যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শারীআহর বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে তাই মাকাসিদ শারীআহ (al-Raysūnī 1411H, 7)। অতএব, মাকাসিদ হলো তাৎক্ষণিক বা বিলম্বিত মানবকল্যাণ, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ইসলামের বিধি-বিধানে অন্তর্নিহিত রেখেছেন।

জাসের আওদাহ মাকাসিদ শারীআহর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:

Maqāsid al-Sharī'ah is the branch of Islamic knowledge that answers all questions of 'why' on various levels.

শারীআহর বিধানকে বিভিন্ন পর্যায়ে 'কেন' (why) দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তার আলোচনা সম্বলিত ইসলামী জ্ঞানের একটি শাখা হলো মাকাসিদ শারীআহ। যেমন: কেন যাকাত প্রদান ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত? ইসলামে প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ করার বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে কেন? কেন মুসলিমরা সালাম প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরে অভিবাদন করে থাকে? ইত্যাদি ('Auda, 2008, 4)।

মাকাসিদ শারীআয় মূলত শরীআহর বিধি-বিধানের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য (wisdoms behind rulings) আলোচনা করে থাকে। যেমন: দাতব্য ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক ও সদাচারণ, পরস্পরে সালাম প্রদান ইত্যাদির অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করা, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা ও অটুট রাখা ইত্যাদি। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদির অন্তর্নিহিত প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাক্বওয়া ও আল্লাহভীতির উৎকর্ষ ঘটানো।

এছাড়াও মাকাসিদ হলো বিধি-বিধানের শুভ সমাপ্তি (good ends) বা চূড়ান্ত ফলাফল। বিভিন্ন উপায়-উপকরণ বন্ধ কিংবা উন্মুক্ত করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। যেমন মানুষের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণের জন্য শারীআতে এলকোহল ও

নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণের নিষিদ্ধতাকে যুক্তিযুক্ত করে তোলে। একইভাবে মানুষের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইসলামে চুরি, ডাকাতি, সুদের লেনদেন, ধোকাবাজি, অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা ইত্যাদির নিষিদ্ধতাকে যথার্থতা প্রমাণ করে।

উপরন্তু, মাকাসিদ আল্লাহভীতি এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি একাগ্রতা সম্বলিত নৈতিক ও চারিত্রিকভাবে সুদৃঢ় এক ভিতের প্রতি নির্দেশ করে, যার উপর ইসলামী শারীআহর বিধি-বিধান প্রণীত। যেমন ন্যায়বিচার, মানুষের মর্যাদা, ইচ্ছার স্বাধীনতা, উদারতা, সেবা, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সহযোগিতা ইত্যাদি ('Auda, 2008, 5)।

সাধারণত মাকাসিদকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যেমন: অতিপ্রয়োজনীয় (ضروريات), প্রয়োজনীয় (حاجيات) এবং সৌন্দর্যবর্ধক (تحسينيات) অর্থাৎ অনেকটা অপ্রয়োজনীয়। ইমাম আশ্-শাতিবী (মৃ. ৭৯০ হি.) বলেন:

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لاتعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية.

সৃষ্টির জন্য শারীআহর মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের নিমিত্তেই এর যাবতীয় বিধি-বিধান প্রণীত। সার্বিকভাবে এ ধরনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ; প্রথমত অতিপ্রয়োজনীয়; দ্বিতীয়ত প্রয়োজনীয় এবং তৃতীয়ত সৌন্দর্যবর্ধক (al-Shātibī 1997, 2/17)। শারী'আতের অতিপ্রয়োজনীয় মাকাসিদকে ধর্ম, জীবন, বিবেক, বংশ এবং সম্পদের হেফাজত ও সংরক্ষণ এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-গাযালী বলেন:

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.

সৃষ্টির জন্য বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে শারীআহর পাঁচটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস, জীবন, বিবেক, বংশ এবং সম্পদের হেফাজত ও সংরক্ষণ করবে (al-Ghazālī, n.d., 2/481)। মানব জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য উক্ত পাঁচটি মাকাসিদ একান্তভাবে প্রয়োজন ও আবশ্যক। তাই শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মে নয়; বরং সকল আসমানী ধর্মেই উক্ত পাঁচটি বিষয়ের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের প্রতি অতীব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। (al-Shātibī, 1997, 2/176; 'Auda, 2008, 7)।

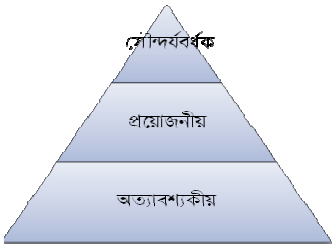

চিত্র: মাকাসিদের স্তরসমূহ (Author)

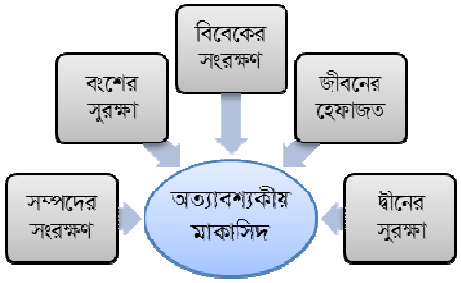

চিত্র: অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ (Author)

উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীতে আব্রাহাম মাসলো (Abraham Maslow) জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্যপরম্পরার যে তালিকা দিয়েছেন তার সাথে মাকাসিদের উপরোক্ত স্তর বিন্যাস এবং অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের তালিকার কতক মিল রয়েছে (ʻAuda, 2008, 8)। মাসলো তার তালিকায় জীবনধারা সংক্রান্ত (physiological) প্রয়োজনীয়তা থেকে শুরু করে নিরাপত্তা, সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, সুখ্যাতি, গৌরব, পূর্ণতার অনুভূতি এবং উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তাকে স্থান দিয়েছেন।

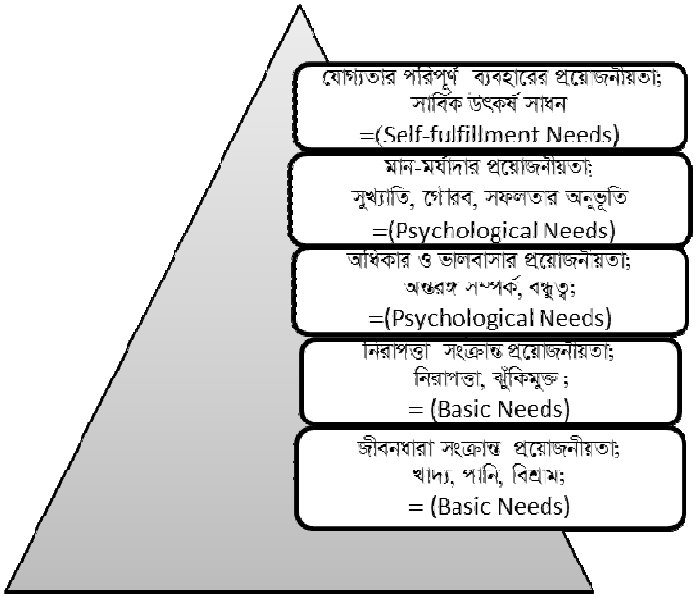

চিত্র: মাসলো তত্ত্বানুযায়ী মানুষের প্রয়োজনীয়তার পরম্পরার তালিকা (Mcleod, 2018, 1)

নিম্নে মাসলো তত্ত্ব এবং মাকাসিদের স্তরের তুলনা দেখানো হলো:

মাসলো তত্ত্বানুযায়ী মানুষের প্রয়োজনীয়তা	মাসলো তত্ত্বে উল্লেখিত প্রয়োজনীয়তার স্তর বিন্যাস	মাকাসিদের স্তরবিন্যাস
জীবনধারা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা	মৌলিক প্রয়োজন (Basic Needs)	অতিপ্রয়োজনীয় (ضروريات)
নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা	মৌলিক প্রয়োজন (Basic Needs)	অতিপ্রয়োজনীয় (ضروريات)
অধিকার ও ভালবাসার প্রয়োজনীয়তা	মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন (Psychological Needs)	প্রয়োজনীয় (حاجيات)
মান-মর্যাদার প্রয়োজনীয়তা	মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন (Psychological Needs)	প্রয়োজনীয় (حاجيات)
যোগ্যতার পরিপূর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা	আত্মতৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা (Self-fulfillment Needs)	সৌন্দর্যবর্ধক (تحسينيات)

সারণি: মাসলো তত্ত্ব এবং মাকাসিদের স্তরের তুলনা (Author)

উল্লেখ্য যে, সময়ের পরিক্রমায় ইসলামী শারীআহর মাকাসিদ নির্ধারণে আরো ব্যাপক চিন্তা-ভাবনার সংযোজন হয়েছে। সমসাময়িক স্কলারগণ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদ সীমাবদ্ধ করার সনাতন মূলনীতির সমালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হচ্ছে, সনাতন মাকাসিদ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে ইসলামী আইনের সকল বিধান বিবেচনা করা হলেও কোন সুনির্দিষ্ট বিধান সংশ্লিষ্ট বিশেষ মাকাসিদ এর আওতাভুক্ত হয়নি। এছাড়াও সনাতন মাকাসিদ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিবার, সমাজ ও মানুষের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার পরিবর্তে ব্যক্তির প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উপরন্তু চিরাচরিত মূলনীতি ও মূল্যবোধ, যেমন ন্যায় বিচার, সমতা বিধান ইত্যাদি বিষয়গুলো সনাতন মাকাসিদ এর আওতায় আসেনি (ʻAuda, 2008, 9)।

সনাতন মাকাসিদ সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত সীমাবদ্ধতার কারণে পরবর্তী স্কলারগণ মাকাসিদের তালিকায় আরো কতিপয় বিষয়কে সংযোজন করেছেন। ইবনু ʻআশুর মাকাসিদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুসলিম জাতিসত্তার ধারণাকে (উম্মাহ) প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত মাকাসিদের মোকাবিলায় জাতিগত মাকাসিদ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এছাড়াও ইবনু ʻআশুর সুব্যবস্থাপনা, সমতা, স্বাধীনতা, সহজ-সরলতা এবং ফিতরাতের সুরক্ষা ইত্যাদিও মাকাসিদের তালিকায় সংযুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন (Ibn ʻĀshūr, 1978, 183)। রাশিদ রিযা (মৃ. ১৯৩৫ খ্রি.) মাকাসিদের তালিকায় ʻসংস্কারʼ (Reform) এবং ʻনারী অধিকারʼ (woman rights) সংযোজন করেছেন

(Ridā', 1995, 100)। মোহাম্মদ আল-গাযালী (মৃ. ১৯৯৬ খ্রি.) বিগত ১৪শত বছরের ইসলামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার আহবান জানিয়েছেন এবং তার প্রেক্ষিতে তিনি সুবিচার ও স্বাধীনতাকে অত্যাবশ্যকীয় মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ('Atiyyah, 2001, 49)। আল-কারযাভী (জ. ১৯২৬ খ্রি.) মাকাসিদ তত্ত্বে 'মানব মর্যাদা ও মানবাধিকার' (human dignity and rights) এর সংযুক্তি ঘটিয়েছেন (al-Qaradāwī, 1999a, n. p.)। অপরদিকে তাহা আলওয়ানী (জ. ১৯৩৫খ্রি.) একত্ববাদ, আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন (العمران) ইত্যাদিকে সর্বোচ্চ এবং অগ্রাধিকারযোগ্য মাকাসিদের তালিকায় সংযোজন করেছেন (Al-'AlwĀnĪ, 2001, 25)। আবু যাহরাহ (মৃ. ১৯৭৪ খ্রি.) প্রথমত ব্যক্তির প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন (تهذيب الفرد), দ্বিতীয়ত সামাজিক সুবিচার (العدالة الاجتماعية) এবং তৃতীয়ত জনকল্যাণ (المصلحة) সাধন ইত্যাদিকে শারীআহর মাকাসিদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Abū Zahrah, 1958, 364)।

মাকাসিদের তালিকায় উপরোক্ত সংযুক্তি ও সংযোজনগুলো বিংশ শতাব্দীর মুসলিম স্কলারদের চিন্তা-গবেষণার ফসল এবং এর কোনটিই ওহীর ভিত্তিতে নির্ধারিত নয়। ইসলামী আইনের সংস্কার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগুলো সংশ্লিষ্ট লেখকের ধ্যান-ধারণা ও মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। তবে মাকাসিদের মূলনীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে এবং সর্বোপরি জনকল্যাণ নিশ্চিতকল্পে এ সকল সংযোজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে মাকাসিদকে সুনির্দিষ্ট কোন দিক থেকে বিবেচনা না করে বরং সার্বিক ও নানাবিধ দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে ('Auda, 2008, 12)।

সামগ্রিক ও সুনির্দিষ্ট হওয়ার দিক থেকে মাকাসিদকে মুসলিম স্কলারগণের কেউ তিন প্রকার, আবার কেউ দু'প্রকারে ভাগ করেছেন। যারা তিন প্রকারে ভাগ করেছেন তারা প্রকারগুলোকে সার্বিক, শাখাসংশ্লিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিধান সংশ্লিষ্ট মাকাসিদ নামকরণ করেছেন। আবার যারা দুই প্রকার বলেছেন, তারা সুনির্দিষ্ট ও আংশিক মাকাসিদকে একই বিবেচনা করেছেন ('Auda, 2008, 12; Lahsasna, 2013, 16; Rahman, 2018a, 161)। সুতরাং সার্বিক ও সুনির্দিষ্ট হওয়ার দিক থেকে মাকাসিদ সাধারণত তিন প্রকারের হতে পারে:

এক: সার্বিক ও সামগ্রিক মাকাসিদ (Universal/General Maqāsid), যা শারীআহর সকল অধ্যায় ও সকল বিধানের সাথে সম্পৃক্ত এবং সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শারীআহর সকল বিধানের প্রতি সামগ্রিকভাবে চিন্তা-গবেষণার প্রেক্ষিতে সাধারণ কিংবা সার্বিক মাকাসিদ উৎঘাটন করা হয়ে থাকে, যা সকল বিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ জাতীয় মাকাসিদের মধ্যে রয়েছে জনকল্যাণ অর্জন, অকল্যাণ দূরীকরণ, সহজ ও সাবলীল পথ অবলম্বন, কষ্টকর ও দুঃসাধ্য বিষয় অপসারণ ইত্যাদি।

দুই: শাখাসংশ্লিষ্ট মাকাসিদ (Particular/Specific Maqāsid): এ প্রকারের মাকাসিদ শারীআহর সকল বিধানের সাথে নয়; বরং সুনির্দিষ্ট কোন অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন সালাতের মাকাসিদ, যাকাতের মাকাসিদ, বিবাহের মাকাসিদ, আর্থিক লেনদেনের মাকাসিদ ইত্যাদি।

তিন: সুনির্দিষ্ট বিধান সংশ্লিষ্ট মাকাসিদ (Partial Maqāsid): এ প্রকারের মাকাসিদ শারীআহর সকল অধ্যায় কিংবা বিধান নয়: বরং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট এক বা একাধিক বিধানের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন: ক্রয়-বিক্রয়ের মাকাসিদ, সুদ নিষিদ্ধ করার মাকাসিদ, কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করার মাকাসিদ, ইত্যাদি (Ibn 'Abd al-Salām, 2000, 1/240)।

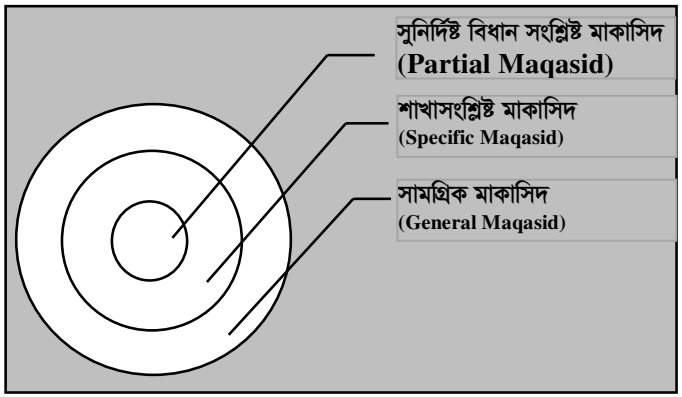

চিত্র: সামগ্রিক কিংবা সুনির্দিষ্ট হওয়ার দিক থেকে মাকাসিদের প্রকারভেদ (Author)

মাকাসিদ ও ইসলামী ফাইন্যান্স

ইসলামী ফাইন্যান্স তথা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত শারীআহর মাকাসিদ অনুধাবন করার জন্য ইসলামে ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি সংক্রান্ত মূলনীতিগুলো জানা আবশ্যক।

ধন-সম্পদ সংক্রান্ত ইসলামের কতিপয় মূলনীতি

এক: ধন-সম্পদের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান : ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধন-সম্পদের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম ধন-সম্পদকে মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল মাকাসিদ বাস্তবায়নের কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। ধন-সম্পদের অভাবে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, প্রতিরক্ষার বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা এবং সার্বিকভাবে জীবনের গতিশীলতা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। উপরন্তু,

ধন-সম্পদের মাধ্যমে যাকাত প্রদান, দাসমুক্তি এবং দান-দাক্ষিণ্যসহ নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা যায় (Al-Qaradāwī, 2008b, 2)। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾

কিন্তু সে তো দুর্গম পথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। আপনি কি জানেন, সেই দুর্গম পথটি কী? তা হচ্ছে দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে কোন এতীম আত্মীয় কিংবা ধুলোয় ধুসরিত কোন মিসকীনকে অন্নদান (Al-Qurān, 90:11-16)।

অত্র আয়াত থেকে জানা যায়, ধন-সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পরকালের কষ্ট থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

এছাড়াও ধন-সম্পদকে জীবনযাত্রার অবলম্বন হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾

আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না (Al-Qurān, 4:5)।

একাধিক নবী ও রাসূলকে সম্পদশালী ও ধনবান হিসেবে পরিচয় করে দেয়া হয়েছে। যেমন: ইউসুফ আ. কে আল্লাহ তাআলা মিসরের ভূমিতে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, সেখানকার যে ভূখণ্ডে ইচ্ছা তিনি আবাসস্থল বানাতে পারতেন। দাউদ আ. কে রাজত্ব ও হিকমাত প্রদান করা হয়েছে। দাউদ তনয় সুলাইমান আ. কে এমন রাজত্ব প্রদান করা হয়েছিল যে, তাঁর পরে আর কাউকে অনুরূপ রাষ্ট্র প্রদান করা উচিত বলে মনে করা হয়নি (Al-Qaradāwī 2008b, 2)।

উপরন্তু, কুরআন কারীমে ধন-সম্পদকে অনিষ্ট বা মন্দ (الشر) কোন বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি; বরং একাধিক স্থানে প্রয়োজনীয় কিংবা উত্তম (الخير) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾

আর নিশ্চিতই মানুষ ধন-সম্পদের (الخير) ভালবাসায় মত্ত (Al-Qurān, 100:8)।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে? বলে দিন, যে বস্তুই তোমরা ব্যয় করা, তা হবে পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, এতীম, অসহায় এবং

পথচারীদের জন্য। আর (ধন-সম্পদ ব্যয়সহ) তোমরা ভাল যা কিছুই কর, আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন (Al-Qurān, 2: 215)।

এছাড়াও কুরআন কারীমে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও প্রশস্ততাকে সৎকর্মশীল মানুষদের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার তাৎক্ষণিক প্রতিদান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন নূহ আ.-এর ভাষায় আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾

অতঃপর আমি বলেছি: তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর; তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য অঝোর বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন। এছাড়াও তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সমৃদ্ধ করবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন (Al-Qurān, 71:10-12)।

দুই: ধন-সম্পদ সংরক্ষণ ও সুরক্ষাকে অপরিহার্যকরণ : ধন-সম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই ইসলামে নানাবিধ বিধি-বিধানের মাধ্যমে ধন-সম্পদের যত্ন নেয়া এবং যথাযথভাবে তার সংরক্ষণ আবশ্যক করা হয়েছে। বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করা এবং ব্যয় করা, সম্পদ নষ্ট কিংবা অপচয় না করা, সম্পদের যাকাত আদায় করা ইত্যাদি বিধানের মাধ্যমে ইসলামে ধন-সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সম্পদ সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে ইসলামে অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অনাথ এবং অযোগ্য লোকের হাতে তাদের সম্পদ তুলে দেয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়াও তারা প্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা দক্ষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পদ দেখাশুনার ভার সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের কাঁধে ন্যস্ত করা হয়েছে (Al-Qurān, 4: 5-6)।

তিন: সম্পদকে পরীক্ষার বস্তু বলে সতর্কীকরণ : যদিও ইসলামে ধন-সম্পদের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবুও ধন-সম্পদ নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট ফিতনা-ফাসাদ থেকে ইসলামে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ (Al-Qurān, 64:15)।

কখনো মানুষ না বুঝে কিংবা অকৃতজ্ঞাস্বরূপ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে থাকে এবং ফলশ্রুতিতে অন্যায়-অবিচারের দিকে ধাবিত হয়। তাই কুরআন কারীমে এ ব্যাপারে সাবধান করে বলা হয়েছে:

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾

সাবধান! সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে; কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে (Al-Qurān, 96:6-7)।

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী না করে। আর যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত (Al-Qurān, 63:9)।

সুতরাং ধন-সম্পদ থাকার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু সে ধন-সম্পদ যদি আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টিকারী হয়, কিংবা সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত করে, তখন তা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির কারণ হতে বাধ্য (Al-Qaradāwī, 2008b, 3)।

চার: ধন-সম্পদের মূল মালিকানা আল্লাহর

মূলত এ পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা এবং তিনিই এ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে কেবলমাত্র আমানত হিসেবে এর সামান্য কিছু নির্ধারিত কিছু সময়ের জন্য ব্যবহার ও উপভোগ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

আল্লাহই তো সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন সে পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয় যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তার নখদর্পণে রয়েছে (Al-Qurān, 65:12)।

সুতরাং মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করা, দাসত্ব করা এবং তার বিধানুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ইত্যাদি নিয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকা মানুষের উচিত নয়; কারণ আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তিনিই স্বয়ং সকলের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

আর আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তাআলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত (Al-Qurān, 51:56-58)। তাইতো একজন আদর্শ ধনবান মুসলিমের চিন্তাধারা হচ্ছে, তার নিকট যে ধন-সম্পদ রয়েছে তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমানত স্বরূপ। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান করো (Al-Qurān, 24:33)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ﴾

আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে; বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে (Al-Qurān, 3:180)।

যেহেতু ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান-দাক্ষিণ্য বৈ অন্য কিছু নয়, তাই একজন মুসলিম উক্ত সম্পদ আয় এবং ব্যয়ের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কোন খাত থেকে সে সম্পদ আয় করবে না, আবার তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন কোন খাতে সে উক্ত সম্পদ ব্যয়ও করবে না। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এরূপ চিন্তাধারা লালন করতে পারলে সেখানে সীমালঙ্ঘন, ধোকাবাজী, অপরের সম্পদ আত্মসাত, অন্যায় ও অবিচার ইত্যাদি অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য (Al-Qaradāwī, 2008b, 5)। কুরআন কারীমে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পর্দ উপার্জনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ গ্রাস করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ (Al-Qurān, 4:29)।

অন্যত্র বলা হয়েছে:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অবৈধ পন্থায় আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না (Al-Qurān, 2:188)।

পাঁচ: বৈধ উপায়ে ধন-সম্পদ উৎপাদন ও উপার্জনের নির্দেশনা : ইসলামে বৈধ উপায়ে ধন-সম্পদ উৎপাদন ও উপার্জনের নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা এ সৃষ্টিজগতে উৎপাদনের কাঁচামালসহ প্রয়োজনীয় সকল উপাদান সৃষ্টি করে মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ নিজের চাহিদা ও প্রয়োজনমত উৎপাদন করতে পারে। তাই মানুষকে পৃথিবীতে বিচরণ করে জীবিকা অন্বেষণের নির্দেশ দিয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

তিনি (আল্লাহ তাআলা) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, সুতরাং তোমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করো এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার করো এবং তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবিত হবে (Al-Qurān, 67:15)।

কুরআন কারীমের অন্যত্র বলা হয়েছে:

﴿إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

অতঃপর নামায শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ করো (Al-Qurān, 62:10)।

তাই ইসলামে যুহ্দ তথা অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অজুহাত দিয়ে কাজ না করে অলস বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। ইসলামে যুহ্দ হচ্ছে, ব্যক্তি পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করবে, কিন্তু পার্থিব ধন-সম্পদকে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেয়া যাবে না। তাই দুনিয়ার অংশও অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾

আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাদ্বারা পরজগতের কল্যাণ অনুসন্ধান করো এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না (Al-Qurān, 28:77)।

তবে এক্ষেত্রে পরকালীন অংশ ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র দুনিয়ার অংশ কামনা করা অনুচিত। কুরআন কারীমে এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾

যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সে ফসল বাড়িয়ে দিই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিই এবং পরকালে তার জন্য কোন অংশ থাকবে না (Al-Qurān, 42:20)।

অন্যত্র বলা হয়েছে:

﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

মানুষের মধ্যে কেউ প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করো, এমতাবস্থায় পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই (Al-Qurān, 2:200)।

তাই সহায়-সম্পত্তি অর্জনের নিমিত্তে ইসলামে যে কোন কাজ কিংবা যে কোন পেশা অবলম্বন করার অনুমতি রয়েছে, তবে তা অবশ্যই হালাল গণ্ডীর ভেতরে হতে হবে এবং যে কাজই করা হউক না কেন তা পরিপূর্ণ দক্ষতা ও সততার সাথে করতে হবে। স্বীয় জীবিকা উপার্জন করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না এবং অপরের অধিকার বিনষ্ট করা যাবে না। উপরন্তু, ধন-সম্পদের পেছনে ছুটতে গিয়ে পরকাল যাতে বরবাদ না হয়ে যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে (Al-Qaradāwī, 2008b, 8)। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে যারা আল্লাহর স্মরণ ও পরকালীন দায়-দায়িত্ব ভুলে যায় না, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾

এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, সালাত আদায় এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সে দিবসের, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে (Al-Qurān, 24:37)।

ছয়: সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা প্রণয়ন : বৈধ ও পবিত্র সকল বস্তুর ব্যবহার এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা ইসলামে অনুমোদিত। মানুষের ব্যবহার ও উপভোগের জন্য আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে নানাবিধ হালাল ও পবিত্র বস্তু সৃষ্টি করে তা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

তিনিই সে সত্তা যে তোমাদের জন্য জমীনের যা কিছু আছে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন (Al-Qurān, 2:29)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

হে মানবজাতি! জমীনে যা কিছু আছে তা থেকে হালাল ও পবিত্র কিছু তোমরা খাও (Al-Qurān, 2:168)।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে আমি যে পবিত্র রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (Al-Qurān, 2:172)।

তবে এক্ষেত্রে অপচয় করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

আর তোমরা খাও এবং পান করো কিন্তু অপচয় করো না; নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না (Al-Qurān, 7:31)।

শুধু ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ভোগ নয়; বরং দান-দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যেমন কার্পণ্য করা যাবে না, তেমনি আবার পুরোপুরিভাবে নিঃস্ব হয়ে গিয়ে সকল কিছু দানও করা যাবে না (Al-Qaradāwī, 2008b, 19)। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾

তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে (Al-Qurān, 17:29)।

কুরআনের অপর এক আয়াতে রাহমানের বান্দাহদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, আবার কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী (Al-Qurān, 25:67)।

ইসলামী ফাইন্যান্সের অন্তর্নিহিত মাকাসিদ আলোচনার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত মূলনীতিগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত এ মূলনীতিগুলোকে কেন্দ্র করেই ইসলামী ফাইন্যান্সের মাকাসিদ নির্ধারিত হয়েছে।

ইসলামী ফাইন্যান্সে শারীআহর মাকাসিদ

ধন-সম্পদের সংরক্ষণ শারীআহর মৌলিক মাকাসিদের মধ্যে একটি মৌলিক মাকসাদ। ইসলামী ফাইন্যান্স তথা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শারীআহর কি মাকাসিদ রয়েছে তা নিয়ে মুসলিম স্কলারগণ নানাবিধ মতামত দিয়েছেন, যেগুলো সাংঘর্ষিক

নয় বরং পরস্পর সম্পূরক (Sulaymān 2014, 20)। ইবনু আশুর এক্ষেত্রে সার্কুলেশন তথা আবর্তন, স্বচ্ছতা, সংরক্ষণ, স্থিতিশীলতা এবং সুবিচার- এ পাঁচটি মাকাসিদের কথা উল্লেখ করেছেন (Ibn ʿĀshūr 1978, 450)। আখতার যাইতী উক্ত পাঁচটির সাথে আরো একটি মাকসাদ যোগ করেছেন, তা হলো, উপার্জন ও বিনিয়োগ (Zaytī, 2008, 204)। সাধারণত সম্পদ সংরক্ষণের সর্বপ্রথম উপায় হিসেবে যা কল্পনায় আসে তা হলো সম্পদ উপার্জন করা; কারণ যদি উপার্জনই না থাকে তাহলে সংরক্ষণের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তাই সম্পদের উপার্জন এবং উপার্জনের নিমিত্তে বিনিয়োগ সম্পদ সংরক্ষণের একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য (Al-Najjār, 2006, 187)। এছাড়াও ইউসূফ আল-কারযাভী ছয়টি দিক থেকে সম্পদ সম্পর্কিত মাকাসিদ আলোচনা করেছেন। যেমন: সম্পদের অবস্থান ও গুরুত্ব, ঈমান ও চরিত্রের সাথে সম্পদের সম্পর্ক, উৎপাদন, ব্যয়, আবর্তন ও বণ্টন ইত্যাদি সম্পর্কিত মাকাসিদ আলোচনা করেছেন (Al-Qaradāwī, 2008b, 1-42)। উপরন্তু, ইউসূফ হামেদ আল-আলম সম্পদ সম্পর্কিত চারটি মাকাসিদ তথা আবর্তন, স্পষ্টতা, সুবিচার এবং অন্যায় আগ্রাসন থেকে সম্পদের সুরক্ষা ইত্যাদি আলোচনা করেছেন (Al- ʿĀlim, 1994, 501)। এ পর্যায়ে সম্পদ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য মাকাসিদ সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো:

এক: উপার্জন ও বিনিয়োগ : সাধারণত উপার্জনের উৎস তিনটি যথা: ভূমি, শ্রম এবং মূলধন। উৎপাদনের নানাবিধ পদ্ধতি ব্যবহার করে উপার্জনের প্রতি ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সালাত আদায় শেষে রিযিক অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করতে কুরআন কারীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (Al-Qurān, 62:10)। এছাড়াও জমিন এবং জমিনের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উপাদান ও উৎসে বিনিয়োগ করার জন্য ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

তিনি ঐ সত্তা যে তোমাদের জন্য জমিনকে সমতল করে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তোমরা তার পৃষ্ঠে বিচরণ করো এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে খাও, তার দিকেই তোমাদের পুনরুত্থান হবে (Al-Qurān, 67:15)।

উৎপাদনের উৎস হিসেবে যদি জমিনই উদ্দেশ্য হয় তখন উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত জমিন এবং জমিনের উপর ও নীচের সব কিছু বুঝানো হয়ে থাকে, যেমন: পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি (Ibn ʿĀshūr 1978, 462)।

উপার্জনের পাশাপাশি ধন-সম্পদ সংরক্ষণের অন্যতম অপর একটি উপায় হচ্ছে শারী'আহ সম্মত পন্থায় নানাবিধ উপায়ে বিভিন্ন খাতে তা বিনিয়োগ করা।

বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ শুধুমাত্র সংরক্ষণ করা হয় না; বরং সম্পদ বৃদ্ধিও পায় বটে। যদি ধন-সম্পদ বিনিয়োগ না করে অলসভাবে ফেলে রাখা হয়, তাহলে তা সময়ের আবর্তন, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্য হ্রাস এবং ভোগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে একদিন নিঃশেষ হতে বাধ্য। ব্যবসা, শিল্প এবং কৃষিতে বিনিয়োগসহ পশু-পাখি ও উদ্ভিদের প্রজনন ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা যায় (Al-Najjār, 2006, 188)। তাইতো উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন: (اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ) তোমরা ইয়াতীমের সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগ করো, যাতে যাকাত তা নিঃশেষ না করে ফেলে (Mālik, 1985, 2/270, No. 592)।

দুই: আবর্তন : ধন-সম্পদ সংক্রান্ত অপর একটি মাকসাদ হচ্ছে সম্পদের আবর্তন (সার্কুলেশন) এবং যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে তার প্রসার ঘটানো। ন্যায়সঙ্গতভাবে যথাসম্ভব প্রচুর মানুষের হাতে সম্পদ পৌঁছানো এবং তাদের মাঝে সম্পদের লেনদেন ঘটানো হচ্ছে সম্পদের ব্যাপক সার্কুলেশন তথা আর্বতন ঘটানো। তবে এক্ষেত্রে সম্পদ শুধুমাত্র টাকা-পয়সা কিংবা স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ক্ষেত-খামার, শস্যদানা, ফল-ফলাদি, পশু-পাখি, দুগ্ধপণ্য, স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি সকল কিছুই আবর্তনের আওতাধীন হবে, যদিও আবর্তনের ধরন, জমা রাখার পদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরে ভিন্ন হবে (Ibn ʿĀshūr 1978, 497)। সম্পদের আবর্তন হচ্ছে, বিনিয়োগ, ভোগ, বণ্টন, পারস্পরিক বিনিময় ইত্যাদি নানাবিধ উপায়ে যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক মানুষের মাঝে তার লেনদেন হওয়া, আর তা পণ্য, সেবা, অধিকার, টাকা-পয়সা কিংবা অর্থনৈতিক কাগজপত্রসহ বিভিন্ন আকারে হতে পারে (Kasabah, n.d., 34)।

সম্পদ যাতে কতিপয় হাতে কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে এ ব্যাপারে কুরআন কারীমে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তার আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মাঝে পুঞ্জীভূত না হয় (Al-Qurān, 59:7)।

ধন-সম্পদ গুটিকয়েক হাতে সীমাবদ্ধ থাকা মাকাসিদ শারীআহর সাথে সাংঘর্ষিক; কারণ এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যহীনতা এবং চারিত্রিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়।

ইসলামী শারীআহর নানাবিধ বিধানের মাধ্যমে ধন-সম্পদ সংক্রান্ত শারীআহর উক্ত মাকসাদের বাস্তবায়ন তথা সম্পদের আবর্তন নিশ্চিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত ও মজুতদারী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নানাবিধ উপায়ে সম্পদের বিনিয়োগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাকাত, মীরাছ, ওসিয়াত, সাদাকাহ এবং ওয়াক্ফসহ নানাবিধ উপায়ে সম্পদের বণ্টন ও পুনঃপুন বণ্টন নিশ্চিত করা হয়েছে। একদিকে সম্পদের আবর্তনের লক্ষ্যে ক্রয়-বিক্রয়, লীজ, পার্টনারশীপসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত বিভিন্ন চুক্তির বৈধতা প্রদান করা হয়েছে এবং অপরদিকে সুবিচার, অপরের অধিকার সংরক্ষণসহ সার্বিকভাবে সম্পদের সুরক্ষার জন্য সুদ, ঘুষ, জুয়া, শোষণ, ধোকাবাজী ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে (Al-ʿĀlim, 1994, 504; Kasabah, 33-35; Sulaymān, 2014, 23-25)।

তিন: আদল্ ও ইনসাফ : আদল ও ইনসাফ তথা ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা ইসলামের সামগ্রিক একটি মূলনীতি, যা শারীআহর প্রতিটি বিধানে বিবেচনা করা হয়েছে। আদল হচ্ছে এরূপ মাপকাঠি, আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তা সহকারে কিতাব নাযিল করেছেন। সার্বিকভাবে আদল তথা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে বারণ করেন (Al-Qurān, 16:90)।

মু'আমালাত তথা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত শারীআহর সকল বিধান সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং যুলম দূরীকরণের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ ক্ষেত্রে অন্যতম বিধান হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা এবং সুদের নিষেধাজ্ঞা। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন (Al-Qurān, 2:275)।

ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা এবং সুদের নিষেধাজ্ঞার শার'য়ী মাকসাদ হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা এবং যুলমের অপসারণ ঘটানো। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

অতঃপর যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবাহ করো, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি যুলম করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতিও যুলম করবে না (Al-Qurān, 2:279)।

সম্পদ উপার্জন এবং সম্পদ ব্যয় উভয়ের মাকসাদ হচ্ছে, ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা এবং যুলমের অপসারণ ঘটানো। তাই যেমনিভাবে সুদ, ধোকাবাজী, প্রতারণা, অবিচার কিংবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সম্পদ উপার্জন করা ইসলামে হারাম করা হয়েছে, তেমনিভাবে অপচয়, বিলাসিতা কিংবা পাপাচারের কাজে সম্পদ ব্যয় করাও ইসলামে হারাম করা হয়েছে (Sulaymān 2014, 29-31)।

চার: সুস্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা : সম্পদের লেনদেন সংক্রান্ত শারীআহর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদ হচ্ছে সুস্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা। যে কোন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সকল পক্ষের চাওয়া-পাওয়া, অধিকার এবং দায়িত্বের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সুস্পষ্ট থাকতে হবে, যাতে পরবর্তীতে কারো অস্বীকার করার মাধ্যমে সম্পদ নষ্ট কিংবা বেহাত হওয়ার উপক্রম না হয় (Zaytī, 2008, 206)। যে কোন ধরনের অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা কিংবা অজ্ঞতা সহকারে আর্থিক লেনদেন ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষত যে বিষয়গুলোতে মতানৈক্য ও ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা যে বিষয়গুলোর সাথে পণ্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পৃক্ততা রয়েছে সে বিষয়গুলো সকলের নিকট স্পষ্ট থাকতে হবে। উক্ত মাকসাদের আলোকে বিভিন্ন চুক্তি ও আর্থিক লেনদেন সুদৃঢ় এবং নিরাপদ করার লক্ষ্যে ইসলামী শারী'আহতে নানাবিধ বিধান রাখা হয়েছে, যেমন: রেকর্ড রাখা, সাক্ষী রাখা কিংবা চুক্তির গ্যারান্টি হিসেবে কোন কিছু বন্ধক রাখা ইত্যাদি (Al- 'Ālim, 1994, 540-543; Sulaymān, 2014, 32)। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে (Al-Qurān, 2:282)।

এমনিভাবে সাক্ষী রাখার ব্যাপারে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾

তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে দু'জনকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ কর, যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে সাক্ষীদের মধ্যে থেকে তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ কর, যাতে একজন যদি ভুলে যায় তবে একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিবে (Al-Qurān, 2:282)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾

তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখো (Al-Qurān, 2:282)।

এমনিভাবে বন্ধক রাখার ব্যাপারে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾

আর তোমরা যদি প্রবাসে থাকো এবং কোন লেখক না পাও তাহলে কোন কিছু বন্ধক হিসেবে হস্তগত রাখা উচিত (Al-Qurān, 2:283)।

পাঁচ: অন্যায় আগ্রাসন থেকে সুরক্ষা: ধন-সম্পদ সংক্রান্ত শারীআহর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদ হচ্ছে যাবতীয় অন্যায় আগ্রাসন থেকে সম্পদের সুরক্ষা করা। এ জন্য কুরআন কারীমে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না (Al-Qurān, 4:29)।

উপরন্তু, অন্যায় আগ্রাসন থেকে সম্পদকে রক্ষা করার জন্য ইসলামে চৌর্যবৃত্তি এবং উৎকোচ গ্রহণসহ যে কোন ধরনের ধোকাবাজী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাধারণত ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায় আগ্রাসনের সহজ শিকার হয়ে থাকে, তাই তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কুরআন কারীমে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (Rahman, 2018a, 272)।

মাকাসিদ এবং ইসলামী ফাইন্যান্সের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে ধন-সম্পদ সম্পর্কিত শারীআহর মাকাসিদ হচ্ছে উপার্জন ও বিনিয়োগ, আবর্তন, স্বচ্ছতা, সুবিচার, অন্যায় আগ্রাসন থেকে সুরক্ষা, ইত্যাদি। এগুলোকে মূলত ইসলামী ফাইন্যান্স তথা ধন-সম্পদের ম্যাক্রো (macro) মাকাসিদ কিংবা সামগ্রিক মাকাসিদ হিসেবেও অভিহিত করা যায়।

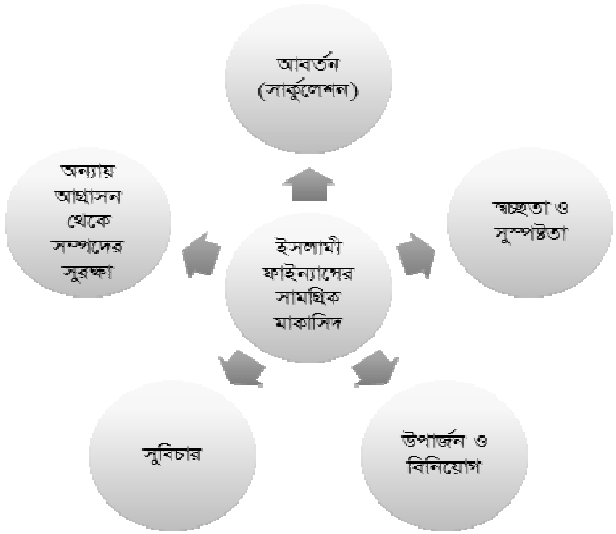

চিত্র: ইসলামী ফাইন্যান্সের সামগ্রিক মাকাসিদ (Author)

ইসলামী ফাইন্যান্স-এর মাধ্যমে সার্বিক ও সামিগ্রকভাবে উক্ত মাকাসিদের বাস্তবায়ন ঘটে থাকে। সম্পদের হাতবদল, আবর্তন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (Islamic financial institutios) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিনিয়োগ করতে এবং বিনিয়োগ পেতে আগ্রহী দু'পক্ষের মাঝে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সেতু বন্ধনের দায়িত্ব পালন করে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে আবর্তন ও বিনিয়োগ কার্যক্রম গতিশীলতা লাভ করে থাকে (INCEIF, 2011a, 3)। উপরন্তু, ইসলামী ব্যাংকসহ আরো অন্যান্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগের বিভিন্ন খাত উদ্ভাবনসহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্টতা, সুবিচার, অন্যায় আগ্রাসন থেকে সম্পদের সুরক্ষা ইত্যাদি মাকাসিদও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

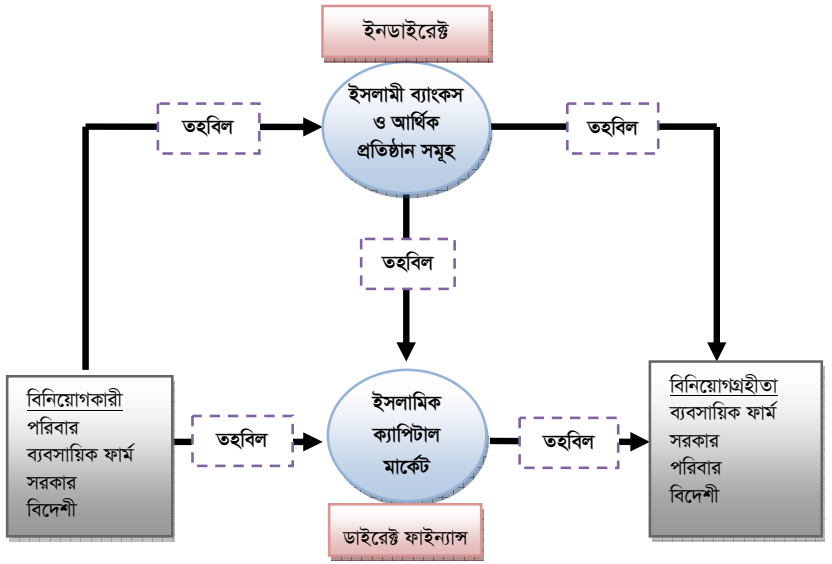

চিত্র: সম্পদের আবর্তন ও বিনিয়োগে ইসলামী অর্থকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (Rahman, 2015b, 36)

এ পর্যায়ে ইসলামী ফাইন্যান্স এর মাইক্রো (micro) তথা বিভাগ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কিংবা আংশিক মাকাসিদ আলোচনা করা হয়েছে। বৃহৎ আঙ্গিকে ইসলামী ফাইন্যান্স এর কার্যক্রমকে সাধারণত তিনটি সেক্টরে ভাগ করা হয়, যেমন: ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট এবং তাকাফুল তথা ইসলামিক বীমা। পরিপূর্ণ ও স্থিতিশীল একটি অর্থব্যবস্থার জন্য উক্ত তিনটি সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক।

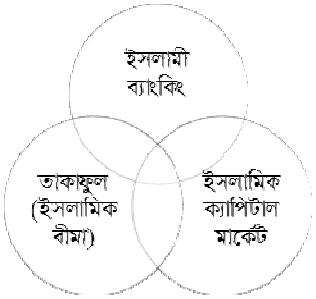

চিত্র: ইসলামী ফাইন্যান্স এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর (Author)।

যদিও উক্ত তিনটি সেক্টরের প্রত্যেকটি সেক্টরের মাধ্যমে সার্বিকভাবে সামগ্রিক মাকাসিদের বাস্তবায়ন উদ্দেশ্য থাকে, তথাপিও উক্ত প্রতিটি সেক্টরের রয়েছে স্বীয় মাকাসিদ, যা মাইক্রো বা বিশেষ কিংবা আংশিক মাকাসিদ হিসেবে পরিচিত। এ পর্যায়ে উক্ত তিনটি সেক্টর সংশ্লিষ্ট মাকাসিদ আলোচনা করা হলো:

মাকাসিদ এবং ইসলামী ব্যাংকিং

মাকাসিদের আলোকে সাধারণত ইসলামী ব্যাংকিং এর যে সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা হচ্ছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুবিচার, সম্পদ ও উপার্জনের সুষম বণ্টন, আবর্তন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদের মূল্যমানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ইত্যাদি। এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশনস মালয়েশিয়া (AIBIM) ইসলামিক ব্যাংকিং এর জন্য উপরোক্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে: "to gain socio-ecnomic goals of Islam namely as socio-economic justice, equitable distribution of income and wealth as well as the stability in the value of money via mobilization and investment of savings and effective rendering of all services" (Mohammad & Shahwan, 2013, 79)।

এছাড়াও কুরআন হাদীসের আলোকে ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নেয়ার নানাবিধ পণ্য উদ্ভাবন সহকারে মুসলিম জাতির আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন ইসলামী ব্যাংকিং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ইব্রাহীম এবং জু বলেন: "to implement the value system of the *Qur'an* and the *Sunnah* in the realm of the Muslim socio-economic system, to foster the growth of the economy of the Muslim nations, and finally to dampen the shocks of extreme economic output by promoting risk-sharing instruments" (Ebrahim & Joo, 2001, 341)। নিম্নে মাকাসিদের আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং এর নির্বাচিত কিছু বিষয় আলোচনা করা হলো:

এক: মাকাসিদ এবং ইসলামী ব্যাংকিং পণ্য উদ্ভাবন ও উন্নয়ন

ইসলামী ব্যাংকিং এ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শারীআহর বিধি-বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় প্রডাক্ট উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা (product development)। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন শারীআহর বিধান অনুসরণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়, অপর দিকে পণ্যের গুণগত মান, ব্যবসায়িক আকর্ষণ, লাভজনক হওয়া, স্থিতিশীলতা ইত্যাদিও বিবেচনায় রাখতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন পণ্য শারীআহ সম্মত কিংবা শারীআহ

অনুমোদিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে? পণ্যের বাহ্যিক আইনগত কাঠামো (form) বিবেচনা করতে হবে, না কি পণ্য উদ্ভাবনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য (substance) বিবেচনা করতে হবে? এখান থেকেই মূলত ইসলামী ব্যাংকিং এ সুপরিচিত ইস্যু 'কাঠামো বনাম উদ্দেশ্য' (form over substance) এর সূত্রপাত হয়।

সাধারণত কোন পণ্যের বাহ্যিক আইনগত কাঠামো (form) বলতে সংশ্লিষ্ট চুক্তির ভাষা তথা প্রস্তাবনা (الإيجاب) এবং সম্মতির (القبول) অভিব্যক্তি, চুক্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ, চুক্তি সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং তার মূল্য ইত্যাদি বুঝানো হয়। আইনত বিশুদ্ধ একটি চুক্তির জন্য উপরোক্ত বাহ্যিক উপাদানগুলো শারীআহর বিধিমত হওয়া আবশ্যক। যেমন: খাওয়া কিংবা কোন বৈধ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয় করা, বৈধ উদ্দেশ্যে কোন পণ্য লীজ নেয়ার মাধ্যমে আদান-প্রদান করা ইত্যাদি। অপরদিকে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য (substance) বলতে সংশ্লিষ্ট চুক্তি সাধনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে (النية) বুঝানো হয়। যেমন: মদ বানানো কিংবা কোন অবৈধ উদ্দেশ্যে আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয় করা, অবৈধ কোন কার্য সাধনের জন্য কোন পণ্য লীজের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা ইত্যাদি (Lahsasna, 2013, 260)।

কাঠামো (form) এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য (substance) সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত জটিলতা মূলত রাসূলুল্লাহ স.-এর একটি হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা হাদীসুন নিয়্যাহ হিসেবে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

সকল কাজ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল, এবং প্রত্যেকেই স্বীয় নিয়্যত অনুযায়ী ফলাফল লাভ করে থাকে (Al-Bukhārī, 1987, 1/3, No. 1)। উক্ত হাদীস অনুযায়ী প্রতিটি কাজের বিশুদ্ধতা কিংবা পরিণাম সংশ্লিষ্ট নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোন কাজের আইনী প্রভাব কিংবা ফলাফল তদ্‌সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিবেচনা করা হবে।

উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে প্রসিদ্ধ এবং মৌলিক যে কায়েদাহ ফিকহিয়্যাহ প্রণীত তা হচ্ছে: (الأمور بمقاصدها)। কোন কাজ তদ্‌সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ কোন কাজের বিশুদ্ধতা কিংবা আইনী ফলাফল সে কাজের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিরূপণ হয়। উক্ত হাদীস এবং ফিক্‌হী মূলনীতি অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকিং এর কোন পণ্য উন্নয়ন কিংবা তদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তির ক্ষেত্রে বাহ্যিক আইনী অবকাঠামোর সাথে সাথে মাকাসিদের আলোকে উক্ত পণ্য কিংবা চুক্তির অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বিবেচনা করতে হবে।

প্রায়োগিক উদাহরণ হিসেবে এখানে তাওয়াররুক (Tawarruq) এর আলোচনা প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। তাওয়াররুক শব্দটি মূল আরবী শব্দ 'ওয়ারিক' (الورق) থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে গলানো রৌপ্য। এখানে মূলত রৌপ্য বলতে এমন কিছু বুঝানো হয় যার মূল্যমান রয়েছে, আর সে অর্থে টাকা-পয়সাও এখানে তাওয়াররুকের অন্তর্ভুক্ত। সে বিবেচনায় তাওয়াররুক বলতে এমন চুক্তির প্রতি দিকনির্দেশ করা হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নগদ টাকা-পয়সা অর্জন করা।

পরিভাষায় তাওয়াররুক হচ্ছে এমন ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি যেখানে প্রাথমিকভাবে কোন পণ্য বাকী মূল্যে ক্রয় করা হয়, অতঃপর তার থেকে কম কিন্তু নগদ মূল্যে বিক্রেতার কাছে নয় বরং তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট তা বিক্রয় করা হয় (Lahsasna, 2013, 283)। সুতরাং পণ্য ব্যবহার কিংবা ভোগ করা উক্ত তাওয়ার্‌রুক চুক্তির উদ্দেশ্য নয়; বরং এর লক্ষ্য হচ্ছে নগদ টাকা এবং তারল্য সংগ্রহ করা। উক্ত তাওয়াররুক চুক্তির বৈধতার ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে শেখ বিন বায, ইবনে উছাইমীনসহ অধিকাংশ মুসলিম স্কলার সহমত পোষণ করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ফিকহী বোর্ডও একই মত পোষণ করেছেন। যেমন সৌদী আরবের লাজনা দায়িমা, রাবেতা আলম আল-ইসলামীর অধিভুক্ত ফিকহ একাডেমী।

পক্ষান্তরে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম রাহ. সহ যারা তাওয়াররুক চুক্তির বৈধতার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন তারা মূলত এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিবেচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হচ্ছে, তাওয়াররুক চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন করা, যা সুদী লেনদেনের সমতুল্য। মূলত উক্ত চুক্তি সুদ এড়ানোর একটি কৌশল মাত্র। উপরন্তু এখানে কোন লেনদেন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নগদ টাকার ব্যবস্থা করা, যা পরবর্তীতে আরো বেশি অংকে পরিশোধ করা হবে (Lahsasna, 2013, 285)।

সাধারণত তাওয়াররুক চুক্তি দু'প্রকারের। একটি হচ্ছে ফিক্‌হী তাওয়াররুক (Fiqhi Tawarruq), যা মূলত সনাতন তাওয়াররুক। এটি 'তাওয়াররুক ফারদী' (Personal Tawarruq) নামেও পরিচিত। এখানে সর্বমোট তিনটি পক্ষ থাকবে এবং মূল পক্ষ যে নগদ টাকার ব্যবস্থা করার জন্য এ চুক্তি সম্পন্ন করতে চায় সে এক পক্ষ থেকে বাকীতে একটি পণ্য ক্রয় করে তৃতীয় এক পক্ষের নিকট নগদ কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তা বিক্রয় করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবে। অপর প্রকার হচ্ছে পরিকল্পিত তাওয়াররুক (Regulated Tawarruq) যা 'তাওয়াররুক মুনায্‌যাম' ও 'তাওয়াররুক মাসরাফী' (Banking Tawarruq) নামে পরিচিত।

যারা মৌলিকভাবে তাওয়াররুক চুক্তির বৈধতার পক্ষে মতামত দিয়েছেন তাদের দৃষ্টিতে 'তাওয়াররুক মুনায্‌যাম' বৈধ। তবে এক্ষেত্রে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে তা সম্পন্ন করতে হবে, যাতে প্রতিটি স্তরে শারীআহর বিধান পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালিত হয়। তাওয়াররুক মুনায্‌যাম এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অবলম্বন করা হয়:

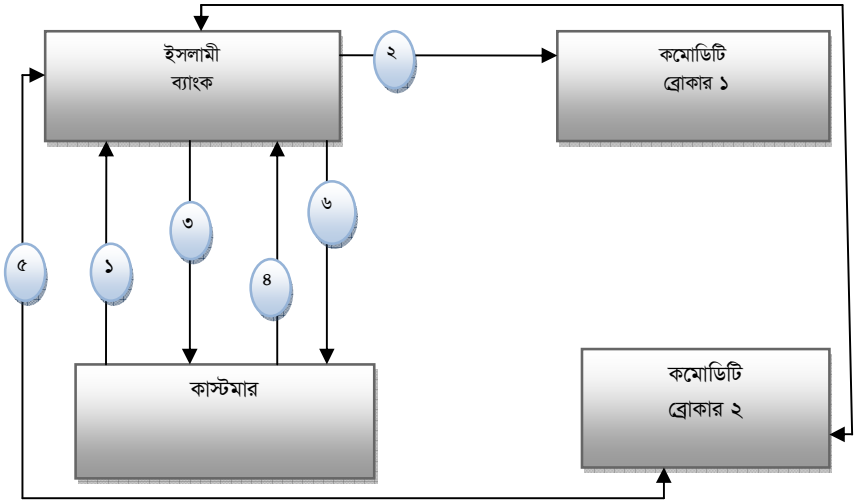

চিত্র: ইসলামী ব্যাংকিং এ তাওয়াররুক মুনায্‌যাম এর ব্যবহার (Author)।

১. কাস্টমার যার টাকা কিংবা তারল্যের প্রয়োজন সে ব্যাংক এর দ্বারস্থ হবে এবং ব্যাংককে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিবে যে, ব্যাংক সংশ্লিষ্ট এজেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করার পর সে ব্যাংক থেকে তা ক্রয় করবে।

২. অতঃপর ব্যাংক সংশ্লিষ্ট এজেন্ট (কমোডিটি ব্রোকার ১) থেকে উক্ত পণ্য ক্রয় করে তার মালিকানা অর্জন করবে।

৩. ব্যাংক তখন উক্ত পণ্য কাস্টমারের নিকট কাঙ্ক্ষিত লাভসহ বাকীতে বিক্রয় করবে।

৪. কাস্টমার অতঃপর ব্যাংককে তার এজেন্ট মনোনীত করে উক্ত পণ্য নগদ মূল্যে কারো নিকট বিক্রয় করে দেয়ার অনুরোধ জানাবে।

৫. ব্যাংক তখন উক্ত পণ্য অপর কোন সংশ্লিষ্ট এজেন্টের (কমোডিটি ব্রোকার ২) কাছে নগদ মূল্যে বিক্রয় করে দিবে।

৬. সর্বশেষে পণ্য বিক্রয় করে ব্যাংক নগদ যে টাকা পাবে, তা কাস্টমারের একাউন্টে ডিপোজিট করে দিবে (INCEIF, 2011b, 114)।

এটিই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং এ ব্যবহৃত পরিকল্পিত তাওয়াররুক (Regulated Tawarruq), যা তাওয়াররুক মুনাযযাম হিসেবে পরিচিত। এখানে পুরোটাই সুনিপুণভাবে পূর্বপরিকল্পিত। এ ব্যবস্থাপনায় থাকবে ব্যাংক এবং কাস্টমারের মধ্যকার প্রধান চুক্তি, কাস্টমারের অঙ্গীকার, কমোডিটি তথা প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, এজেন্সী চুক্তি ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক ফিক্‌হ একাডেমীসহ আরো অনেকে তাওয়াররুক মুনাযযাম এর সমালোচনা করেছেন এবং এর বৈধতার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। বাহ্যিক আইনী অবকাঠামো (form) বিবেচনায় তাওয়াররুক মুনাযযাম শারী'আহ সম্মত; কিন্তু অন্তর্নিহিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (substance) বিবেচনায় এটি সমালোচনার মুখোমুখি হতে বাধ্য। সাধারণত এ চুক্তিতে ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা কারো পণ্যের মালিকানা অর্জন করা উদ্দেশ্য থাকে না; বরং এখানে পণ্য ব্যবহার করে নগদ টাকা কিংবা প্রয়োজনীয় তারল্য সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে (Lahsasna, 2013, 287)।

কোন পণ্যকে ব্যবহার করে নগদ টাকা কিংবা তারল্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা শারীআহর দৃষ্টিতে দূষণীয় কিছু নয়। তাওয়াররুক মুনাযযাম এর ক্ষেত্রে শারীআহর দৃষ্টিতে সমালোচিত যে বিষয় তা হচ্ছে, একই পক্ষের সাথে বারংবার ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন করা এবং উক্ত লেনদেনে একই পণ্য বারংবার ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে উন্নত অবকাঠামোসমৃদ্ধ বাজার ব্যবস্থাপনায় উক্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এমন অর্থনীতি এবং বাজার ব্যবস্থাপনা, যেখানে একই এজেন্টের সাথে বারংবার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করতে হবে না এবং একই পণ্যও বারংবার ব্যবহার করার প্রয়োজন ঘটবে না। মালয়েশিয়ায় ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি ব্যবস্থাপনা রয়েছে, যেখানে একই এজেন্টের সাথে বারংবার লেনদেন করা হয় না এবং একই পণ্যও বারবার ব্যবহৃত হয় না। মালয়েশিয়ায় যে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাওয়াররুক মুনাযযাম এর আয়োজন করা হয় তার নাম হচ্ছে বুরসা সূক আস্-সিলআ' (BURSA SUQ AL-SILA') এবং এক্ষেত্রে পণ্য হিসেবে মালয়েশিয়ার সুপরিচিত ক্রুড পাম ওয়েল (crude palm oil- CPU) ব্যবহার করা হয়। উক্ত বুরসা সূক আস্-সিলআ' দৈনিক ৩ বিলিয়ন মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত পরিমাণ তাওয়াররুক মুনাযযাম এর মাধ্যমে লেনদেনের আয়োজন করার ক্ষমতা রাখে। বুরসা সূক আস্-সিলআ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাতকালে জানা যায়, উক্ত ব্যবস্থাপনায় একই এজেন্টের সাথে পুনরায় ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হওয়া এবং একই পণ্য বারবার ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে যেহেতু তারা অনলাইন প্রক্রিয়ায় এলোমেলোভাবে (randomly) ক্রয়-বিক্রয়

করে থাকে, সেক্ষেত্রে এলোপাতাড়িভাবে একই ক্রেতা-বিক্রেতার সাথে পুনরায় চুক্তি হলেও তা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপরিকল্পিত বিধায় শারীআহর দৃষ্টিতে দূষণীয় কিছু নয়; তথাপি সেরূপ সম্ভাবনা থাকলেও তা খুবই ক্ষীণ।

সুতরাং তাওয়াররুক মুনাযযাম এর শারয়ী বৈধতার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। উপরন্তু, তাওয়াররুক মুনাযযাম এর কার্যক্রম এবং এর ফলাফল ধন-সম্পদ সংক্রান্ত শারীআহর যে মাকাসিদ রয়েছে তার সহযোগী ও সমার্থবোধক। তাওয়াররুক মুনাযযাম এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং এ তারল্যের সংকট কিংবা উদ্বৃতির সমস্যার সমাধান করা হয়। ব্যাংকিং খাতে তারল্যের সংকট ব্যাংক ব্যবস্থাপনার জন্য মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনে। তারল্যের সংকট দেখা দিল ব্যাংক ব্যবস্থাপনার প্রতি মানুষের আস্থা হ্রাস পায় এবং সম্পদের আবর্তন ও বিনিয়োগ হুমকির মুখে পড়ে। তাই তাওয়াররুক মুনাযযাম এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তারল্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একদিকে যেমন ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রতি মানুষের আস্থা বজায় থাকে, অপরদিকে সম্পদের আবর্তন এবং বিনিয়োগের গতিশীলতাও বহমান থাকে।

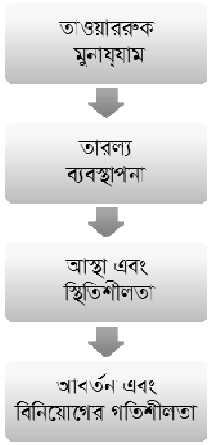

চিত্র: তাওয়াররুক মুনাযযাম এ শারীআহর মাকাসিদ (Author)।

দুই: মাকাসিদ এবং ইসলামী ব্যাংকিং ডিপোজিট মোবিলাইজেশন

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম একটি ভূমিকা হলো, যাদের অতিরিক্তি (surplus) সম্পদ আছে তাদের এবং যারা ব্যবসা-বিনিয়োগ ইত্যাদির জন্য সম্পদের স্বল্পতায় (deficit) আছে তাদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা। ব্যাংক প্রথম পক্ষ থেকে ডিপোজিট সংগ্রহ করে

তাদের হয়ে অপর পক্ষের নিকট বিনিয়োগ করে থাকে, তাই ব্যাংকসহ এ জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে 'আর্থিক মধ্যস্থতাকারী (financial intermediary)' হিসেবে নামকরণ করা হয়। ডিপোজিট সংগ্রহ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলত ব্যাংক অর্থনীতিতে তারল্য সরবরাহ, সম্পদের আবর্তন, সম্পদ বৃদ্ধি, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের আর্থিক গতিশীলতা ইত্যাদি মাকাসিদ বাস্তবায়ন করে থাকে।

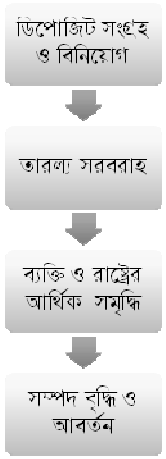

চিত্র: ডিপোজিট মোবিলাইজেশন এ শারীআহর মাকাসিদ (Author)।

উল্লেখ্য যে, সাধারণত ইসলামী ব্যাংক ওয়াদী'আহ, ক্বারদ এবং মুদারাবাহ এ তিনটি মূলনীতিতে ডিপোজিট সংগ্রহ করে থাকে। প্রথম দু'টিতে গ্রাহক শুধুমাত্র সেভিংস এর উদ্দেশ্যে ডিপোজিট জমা করে থাকে, যেখানে তারা যে কোন সময় ডিপোজিট উত্তোলন করতে পারে এবং তাদেরকে কোন লভ্যাংশ দেয়া হয় না। তবে কোথাও কোথাও এ জাতীয় ডিপোজিটের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে দান (হিবা) হিসেবে স্বেচ্ছায় কিছু দিয়ে থাকে। অপরদিকে মুদারাবাহ'র ভিত্তিতে ডিপোজিট মূলত বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জমা করা হয়ে থাকে, যা সাধারণত নির্ধারিত সময় ব্যতিরেকে উত্তোলন করা যায় না এবং এ জাতীয় ডিপোজিটের বিপরীতে ব্যাংক চুক্তি মোতাবেক গ্রাহকদের মাঝে লভ্যাংশ বণ্টন করে থাকে।

সাধারণত মুদারাবাহ'র মূলনীতি অনুযায়ী ব্যাংক সুনির্দিষ্ট কোন লাভের অংকের গ্যারান্টি দিতে পারে না; উপরন্তু কখনো কখনো লাভের পরিবর্তে গ্রাহককে ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। এমতাবস্থায় অনেক গ্রাহক ইসলামী ব্যাংক থেকে ডিপোজিট উত্তোলন করে অন্যত্র সরিয়ে নেয়, যার ফলে ইসলামী ব্যাংক'কে ব্যবসায়িক ঝুঁকির

মুখোমুখি হতে হয়, যা ডিসপ্লেসড কমার্শিয়াল রিস্ক (Displaced Commercial Risk- DCR) হিসেবে পরিচিত।

উক্ত রিস্ক থেকে পরিত্রাণের জন্য ইসলামী ব্যাংক মুদারাবাহ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভের কিছু অংশ দিয়ে বিভিন্ন রিজার্ভ ফান্ড গঠন করে থাকে, যা লাভের সমতা বিধানকারী রিজার্ভ (Profit Equalization Reserve- PER) এবং গ্রাহকদের বিনিয়োগের ক্ষতি পূরণকারী রিজার্ভ (Investment Risk Reserve- IRR) হিসেবে পরিচিত। উক্ত ফান্ডের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকদের মাঝে লভ্যাংশ বণ্টন করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য একটি পরিমাণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সাধারণত মুদারিব হিসেবে ব্যাংক তার লভ্যাংশ নেয়ার পূর্বে লাভের সমতা বিধানকারী রিজার্ভ (PER) গঠন করা হয় এবং ব্যাংক তার লভ্যাংশ নেয়ার পরে বিনিয়োগের ক্ষতিপূরণকারী রিজার্ভ (IRR) গঠন করা হয়।

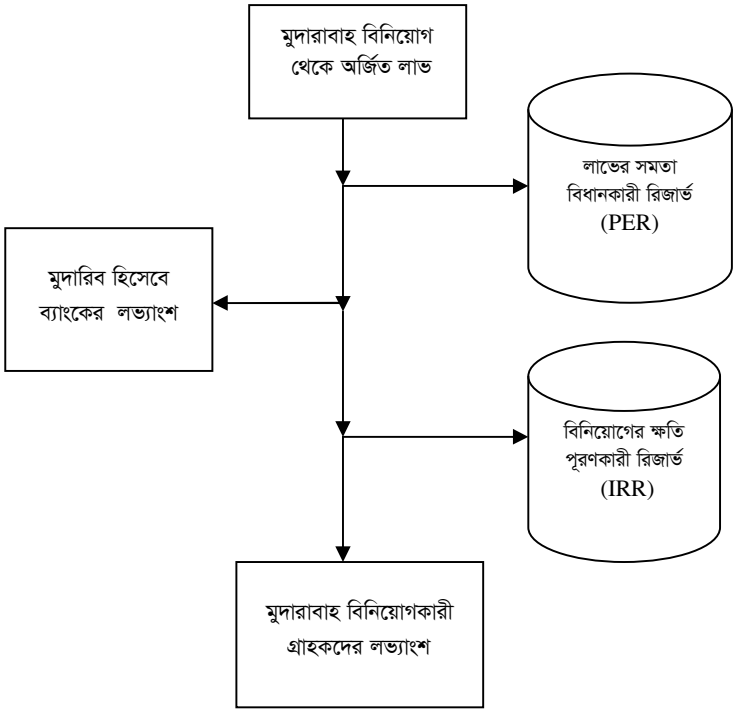

চিত্র: PER এবং IRR (Hameed, 2011)।

উপরোক্ত রিজার্ভ ফান্ড (PER এবং IRR) ব্যাংকের ডিপোজিট সংগ্রহ ও মোবিলাইজেশনে গতিশীলতা নিয়ে আসে। ব্যাংক তার ডিপোজিট হারানো থেকে আশংকামুক্ত হয়ে থাকে। সম্ভাব্য একটি লভ্যাংশের হার বজায় রাখা ব্যাংকের পক্ষে সম্ভবপর হয়। ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা বজায় থাকে এবং অর্থনীতিতেও স্থিতিশীলতা বিরাজমান থাকে। সর্বোপরি উপরোক্ত বিভিন্ন রিজার্ভ ফান্ড বর্তমান থাকার কারণে সম্পদের সুরক্ষা হওয়ার পাশাপাশি আবর্তন ও বিনিয়োগের গতি বহমান থাকে।

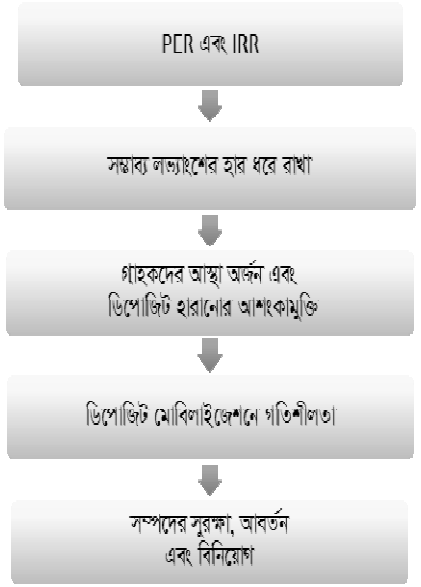

চিত্র: বিভিন্ন রিজার্ভ ফান্ড গঠন করার মাকাসিদ (Author)।

তিন: মাকাসিদ এবং ইসলামী ব্যাংকিং ডিপোজিট গ্যারান্টি

সাধারণত ইসলামী ব্যাংকিং এ আমানত হিসেবে ওয়াদীআহ'র ভিত্তিতে জমা নেয়া ডিপোজিটের জন্য কোন গ্যারান্টি দেয়া হয় না; কারণ এটি হচ্ছে আমানত এবং শারীআহর মূলনীতি অনুযায়ী আমানত এবং যামানাত এক স্থানে একত্রিত হতে পারে না। এমনিভাবে বিনিয়োগের জন্য মুদারাবাহ'র ভিত্তিতে গ্রহণ করা ডিপোজিটের ক্ষেত্রেও কোন গ্যারান্টি দেয়া হয় না। শারীআহর বিধান অনুযায়ী মুদারিবের পক্ষ থেকে মুদারাবাহ মূলধনের কোন গ্যারান্টি দেয়া বৈধ নয়। শুধুমাত্র মুদারিবের অলসতা এবং অমনোযোগিতা প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে মুদারিব ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য

থাকবে। তবে এক্ষেত্রে মুদারিব যদি স্বেচ্ছায় কোন গ্যারান্টি দিতে চায় তাহলে বৈধ হবে। এছাড়াও তৃতীয় কোন পক্ষ যদি এক্ষেত্রে গ্যারান্টি দিয়ে থাকে তাও বৈধ হবে।

বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা, ইসলামী ব্যাংকিং ডিপোজিটের প্রতি গ্রাহকদের আগ্রহ সৃষ্টি করা, নানাবিধ অর্থনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের আমানত সংরক্ষণের পদ্ধতি আরো জোরদার করা, ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রতি গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধি করা এবং সার্বিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন দেশে সরকারী তত্ত্বাবধানে সাধারণ ব্যাংকিং ডিপোজিটের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং ডিপোজিটেরও গ্যারান্টি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মালয়েশিয়া ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (Malaysia Deposit Insurance Corporation- MDIC), সুদানের ব্যাংক ডিপোজিট সিকিউরিটি ফাণ্ডসহ (Bank Deposit Security Fund- BDSF) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাধারণ ব্যাংকিং ডিপোজিটের এর পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং ডিপোজিটেরও গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। যেহেতু উক্ত কর্তৃপক্ষ মুদারাবাহ চুক্তি সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ নয়, তাই তৃতীয় পক্ষ হিসেবে তাদের প্রদত্ত গ্যারান্টি শারীআহর দৃষ্টিতে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্যারান্টি সেবা পেতে ইসলামী ব্যাংককে অবশ্যই বার্ষিক একটি নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হয়। প্রসঙ্গত মালয়েশিয়া ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (MDIC) এক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাংকিং এবং ইসলামী ব্যাংকিং ডিপোজিট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় লেনদেন পৃথক পৃথকভাবে করে থাকে; যাতে উভয় প্রকার ডিপোজিটের কোন সংমিশ্রণ না ঘটে।

ইসলামী ব্যাংকিং ডিপোজিটের জন্য উপরোক্ত গ্যারান্টি প্রদানের ব্যবস্থাপনা মাকাসিদের দৃষ্টিতে পুরোপুরি বৈধ ও গ্রহণযোগ্য। এটি বিশেষ ও জাতীয় পর্যায়ে (micro and macro levels) জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে এবং অকল্যাণকে প্রতিহত করে, যা মূলত মাকাসিদের সারকথা। জাতীয় অর্থনীতির নিরাপত্তার অন্যতম একটি মৌলিক উপাদান হচ্ছে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রাহক তার ডিপোজিট ফিরে পায় এবং ব্যাংকও এর মাধ্যমে নতুন ডিপোজিট সংগ্রহে সফলতা লাভ করে থাকে। এছাড়াও ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থাপনা জাতীয় পর্যায়ে অর্থনীতিতে আস্থা ও স্থিতিশীলতা বয়ে আনে এবং লেনদেনের স্থবিরতা দূর করে। সর্বোপরি ইসলামী ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ইসলামী ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সম্পদের আবর্তন ও বিনিয়োগে গতিশীলতা নিয়ে আসে এবং সম্পদকে সম্ভাব্য ক্ষতি ও ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে (Rahman & Osmanī, 2016, 19)।

চিত্র: ইসলামী ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থাপনার মাকাসিদ (Rahman & Osmani, 2016)

মাকাসিদ এবং ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট

এক: মাকাসিদ এবং ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেটের ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও গতিশীলতায় ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেটের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট (Islamic Capital Market) এমন একটি নিয়মতান্ত্রিক মার্কেট, যেখানে সম্পদের আবর্তন থেকে শুরু করে তহবিল সংগ্রহ, শেয়ার ইস্যু, শেয়ার লেনদেন, সুকূক ও ইসলামিক বন্ড ইস্যু এবং লেনদেন ইত্যাদি সকল কিছু ইসলামী বিধান মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়। ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবসায় প্রয়োজনীয় তারল্যের (liquidity) যোগান দিয়ে থাকে। ইতঃপূর্বে চিত্রে দেখানো হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী এবং বিনিয়োগ গ্রহীতার মাঝে সম্পদ কিংবা তহবিল পরোক্ষভাবে লেনদেন (indirect finance) হয়; কারণ সেক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক সেতুবন্ধন (financial intermediary) হিসেবে কাজ করে। অপরদিকে ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেটের মাধ্যমে ইসলামিক ফান্ড সরাসরি লেনদেন (direct finance) হয়; কারণ এখানে দু'পক্ষ তথা বিনিয়োগকারী এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা সরাসরি লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি প্রণয়ন, সম্পদের আবর্তন পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, সংশ্লিষ্ট পক্ষদের অধিকার সংরক্ষণ, সম্পদের সংরক্ষণ

এবং সর্বোপরি বিভিন্ন তহবিলের লেনদেনে শারীআহ প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেটে লেনদেনকৃত পণ্য হচ্ছে শারীআহ অনুমোদিত শেয়ার কিংবা স্টক, ইসলামিক বণ্ড, সুকুক, ইসলামিক ফাণ্ড ইত্যাদি। সুতরাং ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট ফান্ডের আবর্তন ও হস্তান্তর নিশ্চিত করে, লেনদেনের শরয়ী মান নিয়ন্ত্রণ করে, প্রয়োজনীয় তহবিলের যোগান দেয়, অর্থনীতিতে আস্থা ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে এবং সর্বোপরি জনকল্যাণ (public benefit) সাধন নিশ্চিত করে থাকে।

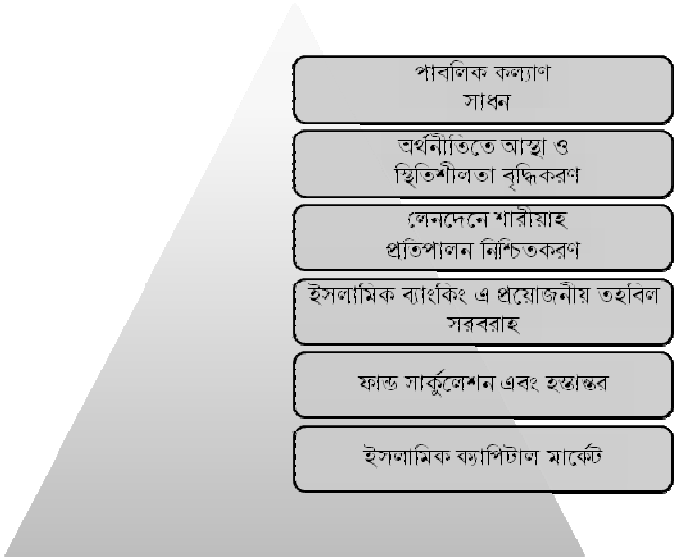

চিত্র: ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেটের মাকাসিদ (Author)।

দুই: মাকাসিদ এবং সুকূক

বিনিয়োগের জন্য সুকূক অভিনব এবং ব্যতিক্রমধর্মী একটি খাত, যা পুরোপুরি বন্ডও নয়, আবার পুরোপুরি শেয়ার কিংবা স্টকও নয়। ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেটের অন্যতম একটি পণ্য হচ্ছে সুকুক। সুকূক ইসলামী ফাইন্যান্স এর সর্বমোট এসেটের প্রায় ২০% এসেটের প্রতিনিধিত্ব করে। সুকূক হচ্ছে বিনিয়োগ দলিল, যা বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট এসেটে তার সমপরিমাণ মূল্যের অবিভক্ত মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। উপরন্তু, সুকূক তহবিল সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত। বর্তমানে বিশ্বের বড় বড় প্রজেক্ট যেমন: আবাসিক এলাকা, মহাসড়ক, পাওয়ার প্লান্ট, বিমান বন্দর, দীর্ঘ সেতু ইত্যাদি নির্মাণে সুকুকের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণকারী সংস্থা আওফি'র (AAOIFI) শারীআহ স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয়েছে:

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص.

সুকূক সমমূল্যের এমন সব সনদ, যা কোন বিদ্যমান নির্দিষ্ট সম্পত্তি (Tangible Assets) অথবা সম্পদের উপযোগিতা (Usufruct) অথবা সেবা (Services) অথবা নির্দিষ্ট কোন প্রকল্প বা বিশেষ বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধিভুক্ত সম্পত্তির অভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে (AAOIFI, 2007, 288, Standard no. 17)।

এছাড়াও মালয়েশিয়া সিকিউরিটিজ কমিশনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

Any securities issued pursuant to any Sharī'ah principles and concepts approved by the Sharī'ah council of the securities commission as a document or certificate which represents the value of an asset.

এমন এক আর্থিক সনদ যা কোন সম্পদের মূল্যমানের প্রতিনিধিত্বকারী দলিল বা সনদ হিসেবে শারীআহ নীতিমালা বা শারীআহসম্মত ধারনার আলোকে প্রস্তুতকৃত ও সিকিউরিটিজ কমিশনের অধিভুক্ত শারীআহ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত (SCM, 2009, 9)। অতএব বলা যায়, সুকূক মূলত নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তির মূল্যের প্রতিনিধিত্বকারী দলিল, যা শারীআহর কোন নীতির আলোকে লেনদেনের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং শারয়ী পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়।

ইসলামী বিধান অনুমোদিত হওয়ার কারণে একদিকে যেমন সুকূক মুসলিম বিনিয়োগকারীদের নিকট পছন্দনীয়, অপরদিকে প্রকৃত সম্পদের উপর ভিত্তি করে ইস্যুকৃত, লাভজনক এবং উন্নয়নের বাস্তবিক মাধ্যম হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার কারণে অমুসলিমদের নিকটও সুকূক বিনিয়োগের এক কাঙ্ক্ষিত খাত হিসেবে প্রমাণিত। এছাড়াও সুকূক ইস্যু করার ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত চুক্তি হিসেবে প্রয়োজন অনুযায়ী শারী'আহ অনুমোদিত যে কোন চুক্তি ব্যবহার করা যায় বিধায় সুকূক অত্যন্ত বিনিয়োগবান্ধব পাত্র হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে সুকূক ইস্যু করার প্রক্রিয়া দেখানো হলো:

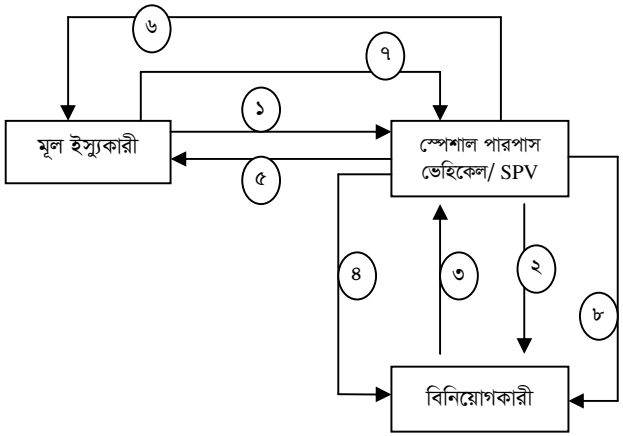

চিত্র: সুকূক ইস্যু করার প্রক্রিয়া (Rusly, 2011)।

১. যে সম্পদের বিপরীতে সুকূক ইস্যু করা হবে অরিজিনেটর তথা মূল ইস্যুকারী উক্ত সম্পদ সুকূক ইস্যু করার লক্ষ্যে গঠিত স্পেশাল কর্তৃপক্ষের (SPV) কাছে বিক্রয় করবে।
২. স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) বিক্রীত সম্পদের উপর ভিত্তি করে সুকূক ইস্যু করত বিনিয়োগকারীদের নিকট তা বিক্রয় করবে।
৩. বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগপত্র তথা সুকূকের মূল্য পরিশোধ করবে।
৪. সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা থেকে বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ বণ্টন করা হবে।
৫. সুকূক বিক্রীত মূল্য থেকে অরিজিনেটরকে এসেটের মূল্য পরিশোধ করা হবে।
৬. সুকূক মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) অরিজিনেটরের নিকট সংশ্লিষ্ট এসেটটি পূর্ব ক্রয়মূল্যের সমপরিমাণ মূল্যে পুনর্বিক্রয় করবে।
৭. অরিজিনেটর এসেটটির মূল্যবাবদ নগদ অর্থ পরিশোধ করবে।
৮. স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) বিনিয়োগকারীদের সুকূক তথা বিনিয়োগপত্রের মূল্য পরিশোধ করত সুকূকের পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

উপরোক্ত ডায়াগ্রামটিতে (১) এবং (৫) চিহ্নিত রেখা দুটি অরিজিনেটর এবং স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল (SPV) এর মধ্যকার সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট এসেটের সত্যিকার বিক্রয় চুক্তির প্রতিই দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। উল্লেখ্য, সুকূকের শরী'য়া বিধিবদ্ধতা উক্ত দু'পক্ষের মধ্যকার সত্যিকার বিক্রয় চুক্তির উপর নির্ভরশীল। অরিজিনেটর তথা সুকূক

ইস্যুকারী পক্ষ যে এসেটের উপর ভিত্তি করে সুকূক ইস্যু করবে সর্বপ্রথম তা অবশ্যই স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল তথা সুকূক ইস্যুকরার জন্য গঠিত বিশেষ পক্ষের কাছে মালিকানা হস্তান্তর পূর্বক সত্যিকারার্থে বিক্রয় করতে হবে। কারণ সুকূক বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতি সংশ্লিষ্ট এসেট থেকে অর্জিত লাভ-ক্ষতির উপর নির্ভর করবে। উক্ত দু'পক্ষের মধ্যে সত্যিকার বিক্রয় চুক্তি ব্যতীত সুকূকে বিনিয়োগ ইসলামী আইন মোতাবেক বৈধ হবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে তা কনভেনশনাল বিনিয়োগপত্রের ন্যায় কোন সম্পদের সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই শুধুমাত্র এক টুকরো কাগজের উপর লেনদেন পূর্বক পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ বণ্টনের সমতুল্য হবে, যা ইসলামী আইনে বৈধ নয় (Rahman & Amin, 2013, 23)।

সুকূকের মাধ্যমে সম্পদের আবর্তন, সার্কুলেশন ও বিনিয়োগ ছাড়াও আর্থ-সামাজিক ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সাধারণত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুকুকের বিনিয়োগকারী হলেও ব্যক্তিও কোন ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুকূকে বিনিয়োগ করতে সক্ষম। সুতরাং জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যক্তিরও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সুকূকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

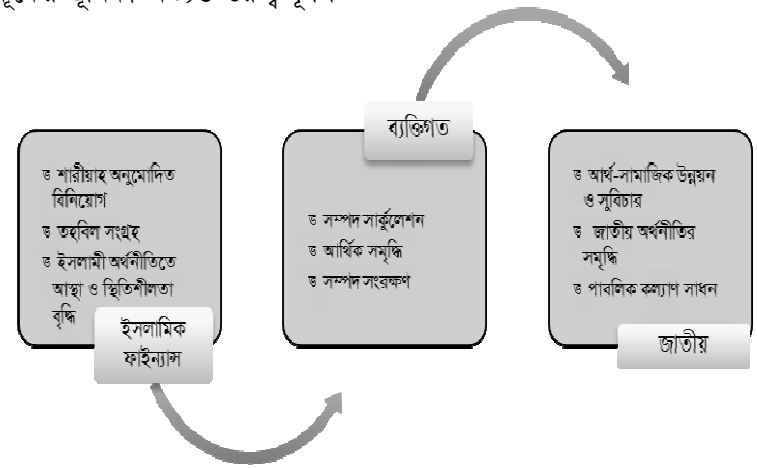

চিত্র: সুকূকের মাকাসিদ (Author)।

তিন: মাকাসিদ এবং শেয়ার

সাধারণত শেয়ার এর শর'য়ী বৈধতা নিরীক্ষণ (Stock Screening Process/ Shari'ah Screening Process) বলতে সুনির্দিষ্ট একটি পদ্ধতিতে প্রচলিত

শেয়ারসমূহ বাছাই করে শারীআহ অনুমোদিত হিসেবে তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। সাধারণত শারয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি দু'ভাবে হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ (business screen) এবং অপরটি হচ্ছে আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ (financial screen)। ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সকল পদ্ধতিতে অবৈধ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত আয় ও লাভের ক্ষেত্রে কোম্পানীর সর্বমোট আয় ও লাভের ৫% পর্যন্ত ছাড় দেয়া হয়েছে। অপরদিকে আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সকল পদ্ধতিতে এক তৃতীয়াংশকে (৩০-৩৩%) বেঞ্চমার্ক তথা মানদণ্ড হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। সুদযুক্ত ঋণ, সুদযুক্ত সিকিউরিটিজ, উসূলযোগ্য (receivables) সম্পদ ইত্যাদিতে বিনিয়োগের পরিমাণ যদি কোম্পানীর মোট বিনিয়োগের এক তৃতীয়াংশের বেশি না হয় তাহলে উক্ত কোম্পানীর শেয়ার এ নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে উল্লেখ্য যে, উক্ত পার্সেন্টেজ সংশ্লিষ্ট অবৈধ উপাদান থেকে প্রাপ্ত লাভের কোন অংশই বিনিয়োগকারীদের মাঝে বণ্টন কিংবা কোম্পানীর কোন কল্যাণে ব্যয় করা যাবে না; বরং তা অবৈধ সম্পদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত পদ্ধতির ন্যায় জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় (dispose) করে ফেলতে হবে (Rahman, 2018c, 27)।

উক্ত নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় অবৈধ আয় ও লাভের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত ছাড় দেয়ার ক্ষেত্রে শারীআহর কতিপয় মূলনীতি যেমন: রাফ'উল হারজ (رفع الحرج) তথা কষ্ট লাঘব করা, সার্বিক প্রয়োজন ও জনকল্যাণ (المصلحة العامة) সাধন, ব্যাপক দুর্দশার (عموم البلوى) জন্য একটু ছাড় দেয়া, স্বল্পের তুলনায় বেশি পরিমাণকে (الأغلبية) অগ্রাধিকার দেয়া, ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে (Rahman, 2018c, 22)।

সুদী অর্থব্যবস্থার বহমান এ সময়ে শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে হালাল বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্র ব্যাপক হয় এবং নতুন নতুন বিনিয়োগের খাত সৃষ্টি হয়। মুসলিম জনগোষ্ঠী এর মাধ্যমে সম্পদ বিনিয়োগের নিশ্চয়তা লাভ এবং মুদ্রাস্ফীতি (inflation) ইত্যাদি থেকে সম্পদের ক্ষয় রোধ করতে সক্ষম হয়। এমনিভাবে এর ফলে ইসলামী ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন বিনিয়োগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে অতিরিক্ত তারল্য (surplus liquidity) বহনের ঝুঁকি ও ক্ষতি রোধ করতে সক্ষম হয় (Rahman, 2018c, 28)।

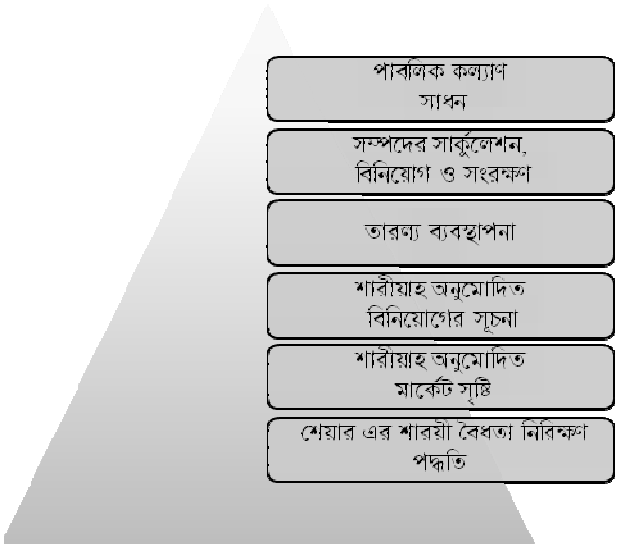

শেয়ার এর শারয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতির মাকাসিদ (Lahsasna, 2013, 189 & Author)।

মাকাসিদ এবং তাকাফুল তথা ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স:

তাকাফুল হচ্ছে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যেখানে মূলত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের বিপদ আপদে আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হয়। তবে উক্ত সহযোগিতা পাওয়ার পূর্বশর্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই এ উদ্দেশ্যে তাকাফুল ফাণ্ডে আর্থিক অনুদান দেয়ার জন্য সম্মত হতে হয় (BNM 1984, Sec. 2)। মূলত আরবে প্রচলিত 'আল-আকিলাহ' (العاقلة) নীতির উপর তাকাফুলের ধারণা প্রতিষ্ঠিত। আল-আকিলাহ হচ্ছে বর্তমানের সমবায় সমিতি বা সংস্থার ন্যায়, যেখান থেকে অনিচ্ছাকৃত হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হত্যাকারীর পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারকে দিয়াত তথা রক্তপণ পরিশোধ করা হয়।

আকিলাহ'র ন্যায় তাকাফুল ফান্ডে আগ্রহী অংশগ্রহণকারীগণ বার্ষিক ফি এর আদলে আর্থিক অনুদান (contribution) প্রদান করে থাকে। অতঃপর সকলের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি (তাকাফুল কোম্পানী) উক্ত ফান্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়। উক্ত ফান্ড থেকে ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের সুনির্দিষ্ট বিপদ-আপদে উক্ত ফাণ্ড থেকে সহযোগিতা প্রদান (claim) করা হয়।

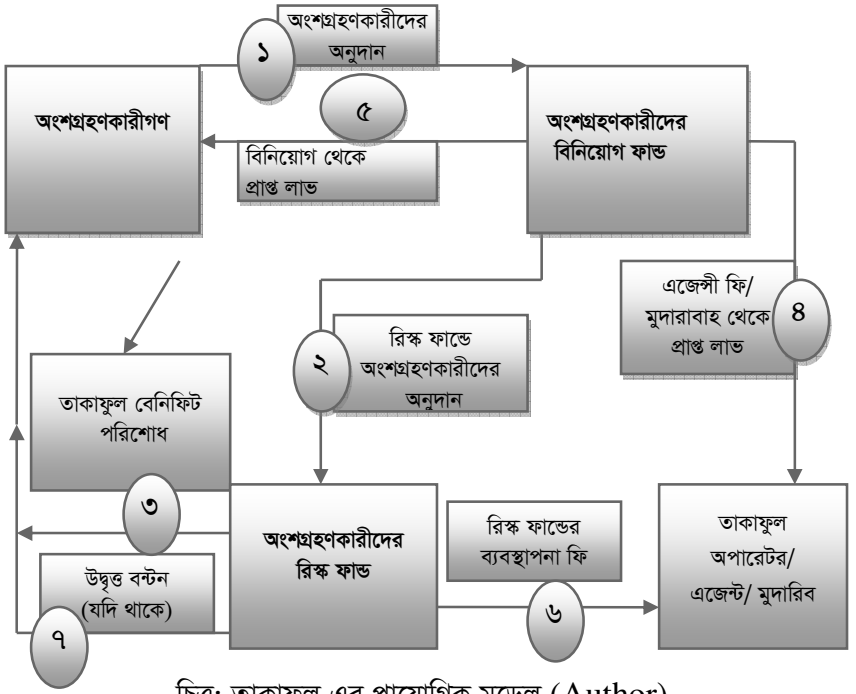

চিত্র: তাকাফুল এর প্রায়োগিক মডেল (Author)

সাধারণত তাকাফুল দু'প্রকার, একটি হচ্ছে সাধারণ তাকাফুল (General Takaful) যার মেয়াদ এক বছর করে হয়ে থাকে এবং অপরটি হচ্ছে ফ্যামিলি তাকাফুল (Family Takaful) যা সাধারণত একটু দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে থাকে। ফ্যামিলি তাকাফুল এর ক্ষেত্রে সাধারণত তাকাফুল ফান্ডকে রিস্ক ফান্ড এবং বিনিয়োগ ফান্ড এ দুভাগে বিভক্ত করা হয়। তাকাফুল পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট মেয়াদ শেষে অংশগ্রহণকারীকে কিংবা তার পক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তিকে তাকাফুল ফান্ড থেকে প্রাপ্ত অনুদান (Takaful Benefit) বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট লাভসহ একসাথে পরিশোধ করা হয়। প্রসঙ্গত তাকাফুল ফান্ড ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণত মুদারাবাহ, ওয়াকালাহ (এজেন্সী চুক্তি) এবং জু'আলাহ (কমিশনভিত্তিক চুক্তি) ইত্যাদি চুক্তিগুলো প্রয়োগ করা হয়।

ইসলামী ফাইন্যান্স এর সাথে তাকাফুল এর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন চুক্তি, বিনিয়োগ ও পণ্যের গ্যারান্টি প্রদান এবং অধিকার সংরক্ষণে তাকাফুল এর গুরুত্ব অপরিসীম।

তাকাফুল এর মাধ্যমে জীবন ও সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকারের ঝুঁকি এবং ক্ষতি থেকে সুরক্ষা ছাড়াও সম্পদ বিনিয়োগেরও সুযোগ রয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার ও যে কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনার অন্যতম একটি অংশ হচ্ছে তাকাফুল পরিকল্পনা। এছাড়াও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি অংশও তাকাফুল; কারণ তাকাফুল সম্ভাব্য সকল ক্ষতি ও ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে এবং তদসংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণ প্রদানের গ্যারান্টি দিয়ে থাকে।

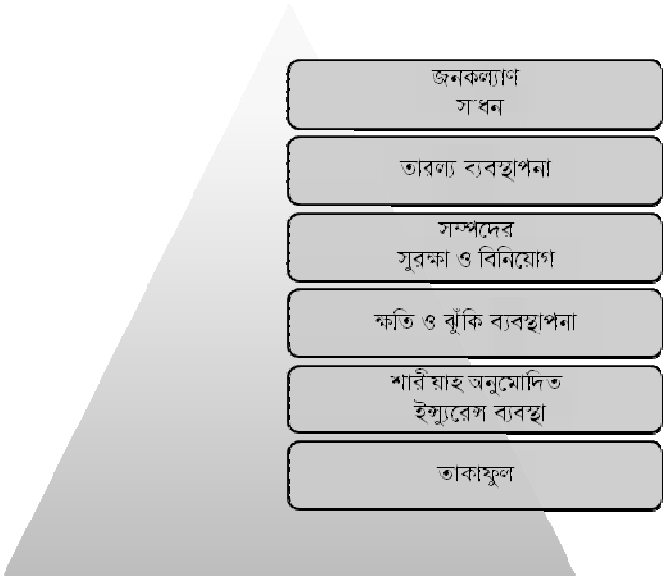

চিত্রঃ তাকাফুল এবং মাকাসিদ (Lahsasna, 2013, 177 & Author)।

উপসংহার

ইসলামের দৃষ্টিতে ধন-সম্পদ অবহেলিত নয়; বরং কাঙ্ক্ষিত। তবে ইসলাম ধন-সম্পদের সাথে ঈমান, আখলাক এবং অপার্থিব কল্যাণের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে। ধন-সম্পদের মাধ্যমে ধারাবাহিক দান-অনুদান তথা সাদকাহ জারিয়াহ'র ব্যবস্থা করে পরকালীন কল্যাণ অর্জন করা যায়। উপরন্তু হাদীসের ভাষায়, যদি হিংসা করার অনুমতি থাকতো তাহলে ঐ ব্যক্তিকে হিংসা করা যেত, যাকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং তা সঠিক পথে খরচ করার মানসিকতাও দিয়েছেন। ধন-সম্পদ সংরক্ষণ ইসলামী শারীআহর মৌলিক মাকাসিদের একটি মাকাসিদ। মুসলিম স্কলারগণ সার্বিকভাবে ধন-সম্পদ সংক্রান্ত শারীআহর যে মাকাসিদ উল্লেখ করেছেন

তা হচ্ছে উপার্জন ও বিনিয়োগ, সার্কুলেশন, ন্যায্যতা , স্বচ্ছতা, অন্যায় আগ্রাসন থেকে সম্পদের সুরক্ষা ইত্যাদি।

ইসলামী ফাইন্যান্সের নানাবিধ সেক্টরে মাকাসিদের প্রয়োগ সংক্রান্ত অত্র প্রবন্ধে বিভিন্ন পণ্য ও চুক্তির মাধ্যমে মাকাসিদের বাস্তবায়ন আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় দেখানো হয়েছে, ইসলামী ফাইন্যান্সের মাধ্যমে ধন-সম্পদ সংক্রান্ত শারীআহর মাকাসিদ সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়িত হয়। ইসলামী ফাইন্যান্সের উল্লেখযোগ্য তিনটি ক্ষেত্র তথা ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট এবং তাকাফুলের মাধ্যমে সার্বিকভাবে সম্পদ অর্জন ও বিনিয়োগ, আবর্তন, সংরক্ষণ, সম্ভাব্য ক্ষতি ও ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা, অন্যায় আগ্রাসন দূরীকরণ, সামাজিক সুবিচার, সুষম বণ্টন, লেনদেনে স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্টতা ইত্যাদি মাকাসিদের বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।

প্রসঙ্গত বাংলাদেশে ইসলামী ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং এর বয়স তিন দশকের বেশি হলেও সার্বিকভাবে মাকাসিদ বাস্তবায়নের উপযোগী পণ্য ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সামগ্রিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বিনিয়োগের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য তারল্য ব্যবস্থাপনায় তাওয়াররুক এর ব্যবহার, ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেটের কার্যক্রম, তাকাফুল তথা ইসলামী বীমার ব্যাপক প্রয়োগ, সুকূক ইস্যু করার মাধ্যমে শারীআহ অনুমোদিত বিনিয়োগের নতুন খাত সৃষ্টি, শেয়ার এর শারয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া যেতে পারে। ইসলামী ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং এ মাকাসিদ বাস্তবায়নের নিমিত্তে এ সকল কার্যক্রম সূচনা, সংযোজন কিংবা আরো গতিশীল করা অতীব প্রয়োজন। এছাড়াও ইসলামী ব্যাংকিং, শারীআহ অনুমোদিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বিনিয়োগ ও সার্কুলেশনের প্রতি জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ খোলা, একাডেমিক অধ্যয়ন, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, গ্রন্থ রচনা, জার্নাল প্রকাশ ইত্যাদিও অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সরকারী পর্যায়ে এ সকল কার্যক্রমের সূচনা না হলেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজ উদ্যোগে এ সকল কার্যক্রম শুরু করতে পারে, যাতে ইসলামী ফাইন্যান্স এবং ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মাকাসিদ শারীআহ তথা ব্যক্তির সচেতনতা ও উন্নয়ন থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সুবিচার, সমৃদ্ধি এবং জনকল্যাণ সাধন নিশ্চিত হয়।

Bibliography

Al-Qurān Al-Karīm

AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2007. *Al-Maʻāyīr Al-Sharʻiyyah*. Bahrain: AAOIFI.

Abū Zahrah, Muhammad. 1958. *Usūl Al-Fiqh*. Damascus: Dār Al-Fikr Al-ʻArābī.

Al- ʻĀlim, Yūsuf Hāmid. 1994. *Al-Maqāsid Al-ʻAmmāh li Al-Sharīʻah Al-Islāmiyyah*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.

Al- Raysūnī, Ahmad. 1411H. *Nadariyyat Al-Maqāsid ʻInda Al-Shātibī*, Morocco: Maktbat Al-Najāh.

Al-ʻAlwānī, Tahā Jābir. 2001. *Maqāsid al-Sharīʻah*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismāʻīl. 1987. *Sahīh Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Ghazālī, Abū Hāmid Muhammad. ND. *Al-Mustasfā min ʻIlm al-Usūl*. Egypt: Maktabat al-Jundī.

Al-Najjār, ʻAbd al-Majīd. 2006. *Maqāsid al-Sharīʻah bi Abʻād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Al-Qaradāwī, Yūsuf. 1999. *Kayfa Natʻāmalu maʻa Al-Qurān al-ʻAzīm*. Cairo: Dār al-Shurūq.

Al-Qaradāwī, Yūsuf. 2008. *Maqāsid al-Sharīʻah al-Mutaʻalliqah bil Māl*. Ireland: Dublin, European Council for Fatwa and Research https://www.e-cfr.org.

Al-Shātibī, Abū Isíāq. 1997. *Al-Muwafaqāt Fi Usūl al-Sharīʻah*. Beirut: Dār Al-Maʻrifah.

ʻAtiyyah, Jamāl. 2001. *Nahwa Tafʻīl Maqāsid Al-Sharīʻah*. Damascus: Dār Al-Fikr.

ʻAuda, Jasser. 2008. *Maqāsid al-Sharīʻah: An Introductory Guide*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.

BNM, Bank Negara Malaysia. 1984. *Takaful Act 1984*. Available at: http://www.bnm.gov.my/documents/act/en_takaful_act.pdf

Dusuki, Asyraf Wajdi. 2017. Muslims care more about halal food than halal income, *Daily Malaymail*. 19 April 2017. https://www.malaymail.com/s/1359521/muslims-care-more-about-halal-food-than-halal-income-deputy-minister-says; retrieved on 13 Nov. 2018.

Ebrahim, M.S. & Joo, T.K. 2001. Islamic Banking in Brunei Darussalam, *International Journal of Social Economics*. vol. 4, no. 28, pp. 314-337

Hameed, Shahul. 2011. *Reporting of Islamic Financial Transactions*. Kuala Lumpur: International Centre for Education in Islamic Finance.

https://www.arabianbusiness.com/islamic-finance-assets-forecast-be-worth-3-2trn-by-2020-641156.html; retrieved on 13 Nov. 2018.

Ibn ʻĀshūr, Muhammab Ibn Tāhir. 1978. *Maqāsid al-Sharīʻah al-Islāmiyyah*. Tunisia: al-Sharikah al-Tunisiyyah.

Ibn ʻAbd al-Salām, al-ʻIzz. 2000. *Qawāʻid al-Ahkām li Masālih al-ʻAnām*. Damascus: Dār Al-Qalam.

IFSB, Islamic Financial Services Board. 2018. *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2018*. Kuala Lumpur: IFSB.

INCEIF, International Centre for Education in Islamic Finance. 2011a. *Islamic Financial Institutions and Markets*. Kuala Lumpur: INCEIF.

INCEIF, International Centre for Education in Islamic Finance. 2011b. *Shari'ah Rules in Financial Transactions*. Kuala Lumpur: INCEIF.

ISRA, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance. 2011. *Islamic Financial System Principles and Operations*. Kuala Lumpur: ISRA.

ISRA, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance. 2015. *Islamic Capital Market.* Kuala Lumpur: ISRA.

Kasabah, Mustafa Dasuqi. ND. *Maqāsid al-Sharī'ah fī Tanmiyat al-Māl wa Dawruhā fī al-Tanmiyat al-Mustadāmah*, n.p.

Lahsasna, Ahcene. 2013. *Maqāsid al-Sharī'ah in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Islamic Banking & Finance Institute Malaysia.

Mālik, Ibn Anas. 1985. *Al-Muwatta*. Eghypt: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.

Mcleod, Saul. 2018. *Maslow's Hierarchy of Needs*. https://www.simplypsychology.org/maslow.html; retrieved on 21 Nov. 2018.

Mohammad, Mustafa Omar & Shahwan, Syahidawati. 2013. The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqāsid Al-Sharī'ah: A Critical Review, *Middle-East Journal of Scientific Research.* pp. 75-84; https://pdfs.semanticscholar.org/f94d/867e8976e0950577190a82c28b283883d392.pdf

Muslim, Abū al-Husayn Muslim ibn Hujjāj. ND. *Sahīh Muslim*. Beirut: Dār al-Jīl.

Rahman, Md. Habibur & Amin, Md. Ruhul. 2013. Sharī'ah Rulings for Sukuk Issuance and Investment: Analysis with Application, *Islami Ain o Bichar*, vol. 9, no. 36, pp. 9-38.

Rahman, Md. Habibur & Osmani, Noor Mohammad. 2016. Islamic Deposit Insurance from Shari'ah Perspective: Special Reference to Malaysia and Sudan, *Asian Journal of Research in Banking and Finance*, vol. 6, no. 4, pp. 11-27.

Rahman, Md. Habibur. 2015. Bayt al-Mal and Its Role in Economic Development: A Contemporary Study, *Turkish Journal of Islamic Economics*. vol. 2, no. 2, pp. 21-44; https://tujise.org/issues/volume-2-issue-2/m2

Rahman, Md. Habibur. 2018a. *Maqāsid al-Sharī'ah*, Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre.

Rahman, Md. Habibur. 2018c. Stock Screening Process for Shari'ah Compliance: Global Practices, *Islami Ain o Bichar*, vol. 14, No. 54, pp. 9-30.

Ridā', Muhammad Rashīd. 1995. *Al-Wahyu al-Muhammadi Thubūt al-Nubuwwah bil Al-Qurān*, Cairo: Mu'assasat 'Izz al-Dīn.

Rusly, Saiful Azhar. 2011. *Islamic Capital Market*. Kuala Lumpur: International Centre for Education in Islamic Finance.

S&P Global Ratings. 2018. *Islamic Finance Outlook 2018 Edition*. https://www.spratings.com/documents/20184/4521646/Islamic+Finance+2018+Digital-1.pdf/cf025a76-0a23-46d6-9528-cecde80e84c8

Sānū, Mustafā Qutub. 2000. *Mu'jam Mustalahāt Usūl Al-Fiqh*. Damascus: Dār al-Fikr.

SCM, Securities Commission Malaysia, 2009b, *Introduction to Islamic Capital Market.* Kuala Lumpur: LexisNexis

SCM, Securities Commission Malaysia. 2009a. *The Islamic Securities (Sukuk) Market*. Kuala Lumpur: LexisNexis

Sulaymān, Jābir Mūsā. 2014. Maqāsid al-Sharī'ah fĪ Hifz al-Amwāl wa Wasā'ili Istithmārihā wa Tanmiyatihā, *al-Majallat al-Dawliyyah li al-Buhūth al-Islāmiyyah wa al-Insāniyyah al-Mutaqaddimah*, vol. 4, no. 8, pp. 20-35

Zaytī, Akhtar. 2008. Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āsirah wa Athar Nazariyat al-Dharāi' fī Tatbiqihā, Damascus: Dār al-Fikr.